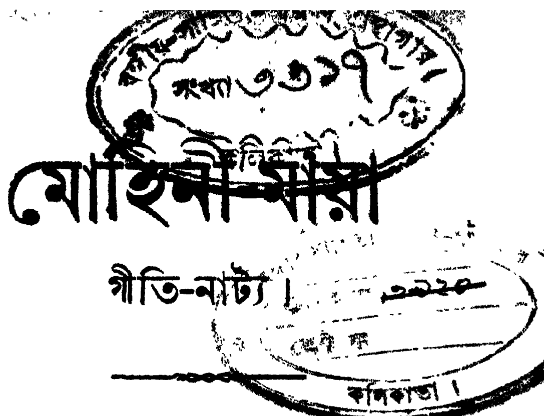
মোহিনী-মায়া।





মোহিনী-মায়া

গীতি-নাট্য।

সুপ্রসিদ্ধ আইরিস্ কবিবর (Goldsmith) "গোল্ডস্মিথের"
(She stoops to Conquer) "সি ষ্টুপস্ টু কঙ্কার"
নামক নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত।

রচয়িতা

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

প্রকাশক,
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।
৩১ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ছয় আনা।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মোহিনী-মায়া।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পাত্রগণ।

প্রভুরাম রায়	...	পল্লীগ্রামস্থ ধনাঢ্য ব্যক্তি।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর	...	কলিকাতাস্থ ধনাঢ্য ব্যক্তি। (ঐ বন্ধু)
সুশীলকুমার	...	সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরের পুত্র।
শ্রীমান	...	সুশীলের বন্ধু।
টুনু	...	প্রভুরামের শ্যালিকা পুত্র। (সোণামুখীর আদুরে বোনপো।)

গণকঠাকুর, ভৃত্যগণ, উড়ে বেহারাগণ, টুনুর সঙ্গীগণ ইত্যাদি।

পাত্রীগণ।

সোণামুখী	...	প্রভুরামের স্ত্রী।
প্রিয়তমা	...	ঐ কন্যা।
সরলা	...	ঐ আত্মীয়া।
কদম	...	ঐ পুরাতন পরিচারিকা।

পরিচারিকাগণ, গণকঠাকুরের ঝিদ্বয়, স্ত্রীলোকদ্বয়, প্রমোদাগণ ইত্যাদি।

১৭ই চৈত্র, সন ১৩১৮ সাল, কোহিনুর থিয়েটারে

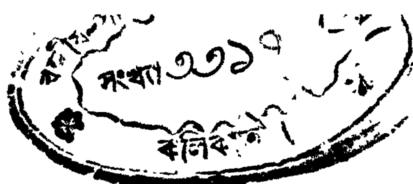
প্রথম অভিনয় রজনী।

সত্ত্বাধিকারী	...	শ্রীযুক্ত বাবু শিশির কুমার রায়।
এড্‌ভারটাইজিং ম্যানেজার		,, বিজয় কৃষ্ণ রায়।
শিক্ষক	...	মিঃ পালিত। (এ্যামেচার) শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
নৃত্য শিক্ষক	...	,, পাঁচকড়ি ঘোষ। (ভেলুবাবু)
হারমোনিয়ম বাদক	...	,, তারাপদ রায়।
বংশী বাদক	...	,, অমৃত লাল ঘোষ।
বেহালা বাদক	...	,, হরিচরণ দাস।
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	...	,, অমূল্য চরণ সুর।
ঐ সহকারী	...	,, প্রফুল্ল কুমার রায়।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ।

প্রভুরাম রায়	...	মিঃ পালিত। (এ্যামেচার)
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর	...	শ্রীযুক্ত সত্য চরণ চক্রবর্ত্তী।
সুশীল কুমার	...	,, কালী প্রসন্ন দাস।
শ্রীমান	...	,, সতীশ চন্দ্র শী।
গণক ঠাকুর	...	,, অতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।
টুনু	...	শ্রীমতী প্রমদা সুন্দরী দাসী।

সোণামুখী	...	শ্রীমতি হরি সুন্দরী দাসী। (ব্ল্যাকী)
প্রিয়তমা	...	,, চারুবালা দাসী।
সরলা	...	,, সত্যবালা দাসী।
কদম	...	,, লীলাবতী দাসী।



মোহিনী-মায়া।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পল্লীগ্রামস্থ পুরাতন অট্টালিকার এক কক্ষ।

পরিচারিকাগণ উপস্থিত।

(গীত)

মাজা ঘসা কাজ আমাদের মাজা ঘসাই কাজ।
মাজা ঘসায় নই মোরা নারাজ ॥
ঝাঁটার চোটে সাফ করি জঞ্জাল,
ধুয়ে মুছে আর নিকিয়ে ন্যাতায় কাটাই চিরকাল ;
আমাদের নাইকো কালাকাল ;—
যেমন সকাল তেম্‌নি বিকাল সদাই সমান সাজ।
(আমাদের) সদাই সমান সাজ ॥

[প্রস্থান।

(প্রভুরাম ও সোণামুখীর প্রবেশ)

সোণা। তুমি এক রকমের মানুষ। আচ্ছা বলদেখি, এমন কেউ পাড়াগাঁয়ের বড় লোক আছে, যে, বছরের ভেতর অন্ততঃ একবারও ক'ল্‌কাতায় গিয়ে গ্রামের গেঁয়ো ধুলো গুলো ঝেড়ে না আসে? আমাদের পড়্‌সী কেলীরা দুই বোন, আর কেঙ্‌লীর মা যে, বছরে অন্ততঃ একবারও মাস খানেকের জন্যে সেথায় গিয়ে, হাওয়া বদ্‌লে আসে, তা জানত?

প্রভু। গিন্নি! তারা যায় বটে, কিন্তু সহুরে স্ত্রীলোকদের আত্ম-গরীমা, আর যাতে বছর খানেক চলে,—এমন একটা বৃথা আড়ম্বর শিখে ফিরে আসে না কি? আমি ভাবি, ক'ল্‌-কাতার বানরগুলোকে, ক'লকাতা নিজের আয়ত্বে রাখেনা কেন? আমরা যখন জোয়ান ছিলেম, তখন সহুরে বাঁদ্‌রামীগুলো আমাদের এই পল্লীগ্রামে খুব দেরিতে দেরিতে পৌঁছাতো। তখন রেল গাড়ী ছিল না। এখন রেলগাড়ীর দৌলতে, সেই বাঁদরামী গুলো, ঝাঁ ঝাঁ ক'রে এসে পৌঁছাচ্ছে, আর আমাদের পল্লীগ্রামের দফা একেবারে রফা ক'রে দিচ্ছে।

সোণা। তোমার সে আদ্যিকালের বদ্দি বুড়োর কথা অনেক বার শুনেছি। আমাদের এই বাড়ী খানি বেস্ বটে, বড়-লোকের বাড়ীর মতন বটে, কিন্তু বড় লোকের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে বিশ পঞ্চাশ জন লোক এলে যেমন জানায়, তা কি এ বাড়ীতে হয়? কদাচ—কখন—কে—কে আসেন, না—ঐ ঢ্যাঙ্গামনী মহাশয়া, বাঁটুল বামূণী ঠাকরুণ,

ল্যাংড়া লোকা, আর কানা কেষ্টা। আর আমোদ প্রমোদের মধ্যে তোমার সেই সেপাই যুদ্ধের কথা, নানা সাহেবের কথা, আর কে ছাই কুমার সিং না কে সিং তারির কথা। ও সব পুরাণ কথা কি রোজ রোজ ভাল লাগে ?

প্রভু। কি ক'রবো গিন্নী ; আমি যে পুরাণ ভালবাসি। পুরাণ বন্ধু, পুরাণ কাব্য, পুরাণ ইতিহাস, পুরাণ আচার ব্যবহার, পুরাণ আর সোণামুখী গিন্নী। তুমি বোধ হয় স্বীকার ক'রবে পুরাণ স্ত্রীকেও।

সোণা। তাব'লে আমি এখনও তোমার নানা সাহেবের মত পুরাণ হইনি। আমার ছোট বোন বিমলার পেটে আমার টুন্‌টুনী যখন জন্মেছিল, তখন আমার বো'নের বয়স বিশ বৎসর, আর আমি আমার বোনের চেয়ে দু'বছরের বড় বৈত নয়। আঁতুরে বোন আমার মারা গেল, টুনুকে আমিই ছেলের মত মানুষ করি। সেই টুনু এখনও আমার ছেলে মানুষ, কচিছেলে তার বুদ্ধি সুদ্ধি পাকেনি।

প্রভু। তুমি তাকে যেরূপ শিক্ষা দিচ্ছ', তাতে কখনও যে পাকবে, তাতো বোধ হয় না।

সোণা। তা না পাকুগ, তার বাপ যা রেখে গ্যাছে, তাতে সে কখনও কষ্ট পাবে না। যে ছেলে বছরে পোনের হাজার টাকা খরচ ক'রতে পারবে, তার আবার লেখা পড়ার দরকার কি ?

প্রভু। তা না থাক, কিন্তু এদিকে নষ্টামীতে যে পণ্ডিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, তার কি ?

সোণা। ও ছেলে বেলায় সবাই একটু দুষ্টু থাকে। তার উপর বাপ মা মরা ছেলে! আহা! বাছা আমার বেঁচে থাক।

প্রভু। এর সে রকম ছেলেমি দুষ্টুমি নয় গিন্নী—ছেলেমি দুষ্টুমি নয়। সে দিন আমি ঐ ইজি চেয়ার খানায় ব'সে একটু ঢুল্‌ছিলুম। এমন সময় পাজি ছেলে তোমার চুপি সাড়ে এসে, পরচুলোতে একটা সুতো বেঁধে, চেয়ারের পেছন দিকে আটকে দিয়ে গেল। ঠিক তারপর ঘোষ গিন্নী আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন, আমি তাড়াতাড়ি উঠে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ কর্‌তে যাব কি, না, পরচুলো চেয়ারে আট্‌কে রইল', আর এই টাক সুদ্ধ মাথাটা ঘোষ গিন্নী দেখে ফেল্‌লেন। একি দুষ্টুমি না নষ্টামি।

সোণা। তা—তা দেখ—তা সত্যি বটে! কিন্তু বাছাকে আমার ব'কতে ভয় হয়। ওর শরীরটা ভাল নয়।

প্রভু। অমন মোটা সোটা গ্যাঁটা গোঁটা শরীর যদি তোমার চ'খে ভাল না ঠেকে, তাহ'লে আমি নাচার।

সোণা। মাঝে মাঝে একটু খক্ খক্ ক'রে কাশে।

প্রভু। সেটা বোধ হয় যখন মদের বিষম লাগে।

সোণা। আঃ-তা কেন? বাছার আওয়াজটাও যেন কমজুরি হ'য়ে গ্যাছে।

টুনু। (নেপথ্যে চীৎকার শব্দে) ওরে ব্যাটা গ্যাঁড়াদাস! ওরে ব্যাটা পোঁটারাম! আমার মোজা জুতো কৈ?

প্রভু। আহা গিন্নী! ঐ শোন শোন! তোমার টুনটুনির আওয়াজটা শোন। বড়ই কমজোর—কেমন?

(টুনুর প্রবেশ ও গমন)

সোণা। অ টুনু! ওরে বাবা টুনু! কোথায় যাচ্ছিস্? এইখানে একটু থাক্‌না।

টুনু। আমার থাকবার অবসর নাই। আমায় এখনি যেতে হবে!

সোণা। কোথায় যাবে বাপধন? এই সন্ধে বেলা, এত ঠাণ্ডায় বাড়ীর বাইরে কি যেতে আছে? একে তোর শরীর খারাপ, তার ওপর—

টুনু। আঃ! তুমি বড় ত্যাক্ত কর মাসী! সুধাকর সাহের ওখানে সবাই আমার অপেক্ষা ক'চ্ছে। সেখানে কত মজা হবে, তা জানলে তুমি বারণ করতে না।

প্রভু। ওঃ—সুধাকরের সেই মদের আড্ডায়? তা বেশ!

সোণা। কতকগুলো ছোট লোক সেথায় থাকে না?

টুনু। ছোট লোক? ঘণ্টেশ্বর ঘণ্টা বাজিয়ে ভাল ভাল থাল বাটি গেলাস বিক্রি ক'রে বেড়ায়—সে ছোট লোক? জুতোওলা—ঘোষ বোস মিত্তির কোম্পানীর সরকার ফাঁকিরাম সে ছোট লোক? মনোহারি দোকানের ত্রিপণ্ড ঠাকুর সে ছোট লোক? আর হরশে গয়লা, বিপনে মুদি, পঞ্চা কলু, ভূতো ময়রা এরা ছোট লোক! এরা যদি ছোট লোক হয়, তাহ'লে ভদ্দর লোক যে তা আমি বুঝতে পারি না, বুঝতে চাইও না।

সোণা। সে যাই হোক বাপধন! আর তুই বেরুসনি।

টুনু। আমি গুরুর কথা মানিনা! বেরুবই!

সোণা। (টুনুর হাত ধরিয়া) আমি আজ কিছুতেই বেরুতে দেব'না।

টুনু। আমি যাবই।

সোণা। না যেতে পাবি না।

টুনু। যেতে পাবনা? আচ্ছা দেখি কার কত জোর।

[টানাটানি করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

প্রভু। (স্বগতঃ) ঐ দুটোতে দুটোরই মাথা খাচ্ছে। দোষ কারু নয়। কালের দোষ! ঐ যে প্রিয় মেয়েটা আস্‌ছে। ক'লকাতায় গিয়ে বেটী পোষাক আষাকের যে ব্যবস্থা ক'রে এসেছে, তাতো দেখছি আমার সর্ব্বনাশ ক'রবে।

(প্রিয়তমার প্রবেশ।)

প্রভু। এস, মা এস! হ্যাঁ মা! এ আবার কি কাপড়? আর কোমরে ওটা কি?

প্রিয়। এ পার্শি সাড়ী! কোমরে বেল্ট। এ না আঁটলে এ সাড়ী পরাই হয় না।

প্রভু। এ পরা কেন?

প্রিয়। এ না পর্‌লে কেউ সভ্য বলে না।

প্রভু। তা বেশ। এখন একটা কথা শোন দেখি।

প্রিয়। কি বলুন।

প্রভু। যে ভদ্র সন্তানটীর সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব' স্থির ক'রেছি, ক'লকাতা থেকে আজ তার আসবার কথা আছে। তার বাপ চিঠি লিখেছেন, সে ছোকরা আসছে, আর তিনিও কিছু পরে আসবেন।

প্রিয়। বটে? তা বাবা! একটু আগে এ কথাটা আমায় জানালে ভাল হ'তো না? সে বেচারি আসবে, অথচ আমি

তাঁর সঙ্গে পরিচিত নই। কি রকম ব্যবহার ক'রতে হবে তাও বুঝতে পাচ্ছিনা।

প্রভু। কিছু ভয় নেই মা, কিছু ভয় নেই। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রায় বাহাদুর আমার পুরাতন বন্ধু, তা তুমি জান। আমার ভাবী জামাতাটী তাঁরই এক মাত্র পুত্র! নাম সুশীলকুমার, বড় আদরের! লেখা পড়া বেশ জানে। কোন বড় কার্য্যের জন্য, বন্ধু আমার তাকে তোয়ের ক'চ্ছেন! বড় বুদ্ধিমান ছোক্‌রা!

প্রিয়। (স্বগতঃ) মন্দ কি?

প্রভু। বড় দয়ালু!

প্রিয়। (স্বগতঃ) তাহ'লে বোধ হয় আমি সে ব্যক্তিকে, আমি পছন্দ ক'রতে পারি।

প্রভু। যেমন জোয়ান তেম্‌নি সাহসী।

প্রিয়। (স্বগতঃ) তাহ'লে আর বোধ হয় নয়, আমি নিশ্চয়ই পছন্দ ক'রবো।

প্রভু। দেখতেও বেশ সুন্দর! সুপুরুষ!

প্রিয়। (স্বগতঃ) আর কিছু বলতে হবে না। আমি তাকে বিবাহ ক'রবো।

প্রভু। তার আর একটু গুণ আছে মা! সে বড় লাজুক, আর বেশি ক'ইয়ে বলিয়ে নয়।

প্রিয়। (স্বগতঃ) সে কি? তাহ'লে তো সব গোল হ'য়ে গেল। যে ক'ইয়ে বলিয়ে না হয়, সে স্বামি প্রায়ই সন্দিগ্ধ হয়।

প্রভু। চুপ ক'রে কেন মা? তোমায় যদি সে পছন্দ করে, তা'হলে এই মাসেই তোমাদের বিবাহ দেব, শুনেছি ছেলে খুব ভাল। [প্রস্থান।

প্রিয়। (স্বগতঃ) কেমন একরকম হ'য়ে গেনু! বাবা বললেন, জোয়ান, সুন্দর! বেশ! তারপর ব'ললেন বুদ্ধিমান! মন্দ কি? কিন্তু ঐ যে বড় লাজুক, আর বেশি ক'ইয়ে ব'লিয়ে নয় কথাটা কানে যেন খট্ ক'রে লাগ্‌লো। শুধরে নিতে পারবো না কি? দেখি কি রকম কি হয়।

(সরলার প্রবেশ।)

প্রিয়। সরলা! আয় বোন। আমার এই সাজে আজ কেমন দেখাচ্ছে বল্ দেখি?

সর। বেশ দেখাচ্ছে। কিন্তু মুখ খানা কেমন যেন ভাবনা মাখা বোধ হ'চ্ছে কেন? তোমার লাল মাছ কি কেনেরি পাখীদের তো কিছু হয়নি?

প্রিয়। না, তা কিছু নয়। আমায় বাবা এইমাত্র ব'ল্‌লেন, ক'ল্‌কাতা থেকে আমার এক নাগর আস্‌ছেন।

সর। বটে? সেত সুখবর, তার নাম কি?

প্রিয়। সুশীলকুমার!

সর। সুশীলকুমার? নামটী বেশ শান্তশিষ্ট!

প্রিয়। বাবার বন্ধু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রায় বাহাদুরের পুত্র।

সর। ওঃ! তিনি আমার শ্রীমানের বন্ধু না? আমরা যখন কল্'কাতায় ছিলেম, তখন তুমি তাঁকে দেখনি কি?

প্রিয়। কই—না!

সর। মানুষটো এক রকমের। ভদ্রমহিলাদের কাছে বড় লাজুক। কিন্তু শুনেছি তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা ব'লে থাকে, অন্য হিসেবের স্ত্রীলোকের কাছে তিনি অন্য রকম ব্যবহার ক'রে থাকেন। বোধ হয় আমার কথাটা বুঝতে পারলে?

প্রিয়। তাইতো! তাকে ঢিট্ করা তো বড় সহজ হবে না! তা যাক সে কথা। যা থাকে অদৃষ্টে তাই হবে। এখন তোমার কি? মা ঠাকরুণ আমার, তাঁর আদুরে গোপালের হাতে তোমায় তুলে দেবার জন্যে বোধ হয় খুব চেষ্টা ক'চ্ছেন?

সর। খুব কেমন? খুবের ওপর খুব। এতক্ষণ আমায় জপাচ্ছিলেন। ব'ল্‌ছিলেন কি জান? তাঁর জানোয়ার পুত্তুরটী একটী দেবতা।

প্রিয়। উনি সত্যিই তাই ভাবে। আর এর ভেতর আর একটু কারণ আছে। তোমার যে রাশিকৃত অর্থ, এখন তো সেটা তাঁরি হাতে আছে, সেইটা না বেরিয়ে যায়।

সর। আমার অর্থ তো গহনা গাঁটি! শ্রীমান যদি যথার্থ আমার হয়, তাহ'লে আমি সে গহনা গাঁটির তো মায়া করিনা। যাই হোক এখন আমি তাঁকে বুঝিয়ে যাচ্ছি যে, আমি তাঁর আদুরে গোপালকেই ভালবাসি। অন্য কাকেও নয়।

প্রিয়। আদুরে গোপাল ভায়া আমার কিন্তু তোমায় চায় না। সে ঠিক আছে।

সর। ঠিক কথা। আর কারো সঙ্গে আমার বিয়ে হ'লে সে যেন বাঁচে। এখন চল, মাসীমার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বুঝি বেড়াতে বেরোতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্য পথ।

(টুনু ও সঙ্গীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ।)

(গীত)

(আমরা) গাঁ করি তোল্ পাড়্।
(আমাদের) হৈ হৈ হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে ল্যাজতুলে
পালায় ষাঁড়্॥
(আমরা) মদ্‌টা আস্‌টা খাই,
গাঁজায়ও দম্ লাগাই,
চণ্ডু চরস আফিন গুলি, তাও যায় না ছাড়্।
(আমরা) পাড়া গাঁয়ের বিদ্যে-বাগিশ, এক একটী পাঁড়্॥

টুনু। ওই যাঃ! টাকা আন্‌তে ভুলে এসেছি যেরে। তোরা যা সুধারামের ওখানে, মাল পত্তোর নিয়ে জমাট হ'য়ে বস্‌গে যা। আমি টাকা কটা নিয়ে ঝাঁ ক'রে পৌঁছুচ্ছি।

[সঙ্গীগণের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) আমার মাসীর বুড় সোয়ামী বেটাকে একদিন আচ্ছা রকম জব্দ ক'রলে, তবে আমার দুঃখ মেটে। একতো কুকুর গাধা বাঁদর যা না বল্‌বার তাই বলে, তার ওপর মাসীকে কেবল জপায় "টাকা দিও না—টাকা দিও না।" মাসী সে কথা শোনে না তাই মজা ওড়াই।

(সুশীলকুমার ও শ্রীমানের প্রবেশ।)

শ্রীমা। ওহে ছোক্‌রা! এখানে ভাল সরাই কোথা আছে ব'ল্‌তে পার?

টুনু। তা পারি। কিন্তু কেন ব'ল্‌বো!

সুশী। রাগ ক'রো না ভাই! আমরা ক'ল্‌কাতা থেকে আসছি। প্রভুরাম রায়ের বাড়ী যাব। শুন্‌লেম সে নাকি এখান হ'তে অনেক দূর। তাই আজ রাত্রিটা কোন সরাইয়ে কাটিয়ে, কাল সকালে তাঁর বাড়ী যাব।

টুনু। প্রভুরাম রায়? ওঃ! সেই নড়্‌নড়ে বুড়ো, খড়্‌খোড়ে রাগি, যার চচ্চড়ে চাউনি আর ঝঝ্‌ঝোড়ে বচন—সেই তার বাড়ীতে যাবেন? সেই যার একটা বাঁদরী মুখী মেয়ে আর সোনার চাঁদ ছেলে আছে?

শ্রীমা। তাঁকে আমরা দেখিনি। তবে শুনেছি, তিনি অতি ভদ্র লোক, আর তাঁর মেয়েটি খুব সুন্দরী, ছেলেটি নাকি পাজীর পা ঝাড়া—বদ্‌মায়েসের আঁদি।

টুনু। তা হ'তে পারে—তা হ'তে পারে। ('স্বগতঃ) এ সব বুড়ো বেটার রটনা। এদের মধ্যে একজন বোধ হয় প্রিয়তমার হবু বর—আর একজন বন্ধু।—যাচাই ক'রতে এসেছে। এই সময় একটা মজা করা যাক্‌ না। বুড়ো বেটা তো ওদেরই অপেক্ষায় আছে। ঐ বাড়ীটাকেই কেন সরাই ব'লে দেখিয়ে দিই না। খুব মজা হবে এখন—খুব মজা হবে।

সুশী। কি ছোক্‌রা! ভাবছ' কি? দেখ্‌ছি খুব চালাক চতুর! ভদ্রলোকের বেশ। বিদেশী আমরা, একটা ভাল সরাই আমাদের দেখিয়া দেওয়াটা কি উচিত বোধ ক'চ্ছ না?

টুনু। উঁহুঁ! তা নয়—তা নয় মশাই, তা নয়। ক'ল্‌কাতার মানুষ আপনারা, এসেছেন পাড়াগাঁয়ে, একটা ভাল রকমের সরাই দেখিয়ে দিতে হবেতো? তাই ভেবে দেখ্‌ছি, কোন্‌টা দেখিয়ে দেব।

শ্রীমা। ভেরি গুড্‌ বয়! তাই বলতো ভাই! ভাল সরাই কোন্‌টা আমাদের ব'লে দাওতো।

টুনু। তা দিচ্ছি, কিন্তু একটু কষ্ট ক'রতে হবে।

সুশী। কি রকম কষ্ট?

টুনু। একটু প্যাঁচ খেল্‌তে হবে।

শ্রীমা। প্যাঁচ খেলা আবার কি রকম হে?

টুনু। একটু লাট খেতে হবে।

সুশী। তোমার ও প্যাঁচোয়া কথা রাখ। এখন কোন্‌ দিক দিয়ে গেলে ঠিক তোমার ভাল দরের সরাইটা পাব, তাই ব'লে ফেল।

টুনু। তাই ব'লছি। কিন্তু আগে থাক্‌তে একটা কথা বলে দিই।

টুনু। যে সরাইয়ে আপনাদের পাঠাব, সে সরাইয়ের কর্ত্তাটী বেশ রোজকার ক'রে ক'রে পেট মোটা ক'রেছেন। এখন এই বুড়ো বয়সে সরাইটে তুলে দিয়ে ভদ্দর সমাজের পাঁচ জনের একজন হবার চেষ্টায় আছেন। আপনাদের সঙ্গে হয়তো একটু সমান দরের লোকের মত কথা বার্ত্তা ক'ইবে। হয়তো ব'লবে "আমার বাবা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবের ডান হাত ছিলেন, আমার মা গ্রামের সব্‌ বড় গিন্নী ছিলেন।

শ্রীমা। তা হোক! তাতে আমাদের কিছু এসে যাবে না।

এখন কোন্ দিক দিয়ে কোথায় কোথায় যেতে হবে, তাই বল।

টুনু। তাই ব'লছি। এই যে দেখ্‌ছেন উত্তোরমুখো গলি, এই গলি দিয়ে বরাবর চলে যাবেন। তারপর দেখ্‌বেন একটা মাঠ। সেই মাঠের পশ্চিম দিকে একটা বট্‌গাছ আছে, তারির তলা দিয়ে সোজা চলে যাবেন। তারপর দক্ষিণ দিক ব'ল্‌লেই হয়, দু'পাশে দুই পুকুর, মদ্দিখানে একটু সুঁড়িপথ! সেই পথ ছাড়িয়ে পূব্‌দিকে রামাগয়লার বাড়ী—সেই বাড়ীর পরই আপনাদের সরাই।

শ্রীমা। তুমি তো বাপু দিকের আর কিছু ক'ম্‌তি ক'রলে না। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সবই তো হ'লো। এখন দেখা যাক্ আমাদের অদৃষ্ট আর তোমার হাত যশ।

[উভয়ের প্রস্থান।

টুনু। যাক্ শালারা, মরুগগে। আমি সুধা শালার ওখানে গিয়ে মজা লাগাইগে। টাকাটা না হয় কাল দেওয়া যাবে। এখন আর বাড়ী যাওয়া ঠিক নয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

(অট্টালিকাস্থ দরদালান।)

(প্রভুরাম ও ভৃত্যগণ উপস্থিত)

প্রভু। ওরে ব্যাটা চাষার দল! ক'লকাতার বাবুরা আস্‌ছে, তাদের সব ভাল ভাল খান্‌সামায় কাজ করে, ঠিক কাজ ক'র্ত্তে পার্‌বি তো?

সকলে। খুব পার্‌বো—খুব পার্‌বো!

প্রভু। দেখিস্! তারা এলে যেন হাঁ ক'রে এক দৃষ্টে তাদের দিকে চেয়ে থাকিস্‌নি।

সকলে। না হুজুর না হুজুর! আমরা একেবারে চোখ বুজে থাকব'।

প্রভু। দেখ্ গ্যাঁড়াদাস! তুই ব্যাটা চাষার রাজা, তোকেই আমার বেশি ভয়! আর এই যে পোঁটা ব্যাটা, ও একটা যাচ্ছে তাই না ক'রে যে ছাড়বে, তা আমার বোধ হয় না।

গ্যাঁ-পোঁ। আজ্ঞে না হুজুর! কিছু ভয় নাই।

প্রভু। আচ্ছা। (ভৃত্যগণের প্রতি) তুই ওই লাঠি গাছটা পেড়ে আন্ দেখি! এই ব্যাটা ম'রছে! একগাছা লাঠি আন্‌তে ব্যাটা তের' বার এদিক ওদিক চেয়ে তবে আন্‌লি, তাও তিনবার ভুঁয়ে ফেলে দিলি; আচ্ছা, ওরে ব্যাটা! তুই ওই জান্‌লাটা ঝাঁ ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ে আয় দেখি?

এই ঃ— ব্যাটা মরেছে, জানলা বন্ধ ক'র্ত্তে, ব্যাটার হাত কাঁপে। ওরে ব্যাটা গ্যাঁড়া, এ সব বাঁদুরে দল নিয়ে কি হবে?

গ্যাঁ। আজ্ঞে হুজুর সব শিখিয়ে নিচ্ছি।

প্রভু। তুই ব্যাটা যেমন পণ্ডিত, আর তোর সেই রকম শিক্ষা-নবিশ! ও ব্যাটারা হয়তো বেয়াড়া বেঢংয়ের কাজ ক'র্ব্বে, তাতে হয়তো আমাকে পাড়াগেঁয়ে ভূত ব'লে মনে ক'র্ব্বে, আর না হয় জেনে যাবে, আমি চাকর বাকর রাখি না। দরকারের সময় কতকগুলো কুলি ধ'রে কাজ ক'রিয়ে নিই।

পোঁটা। সে কথাটা হুজুর ঠিক বটে। চাকরের ভেতর এক আমি, আর আমার গ্যাঁড়াদাস পিসে! এরা তো কুলিই বটে।

প্রভু। তুই থাম্‌তো ষ্টুপিট্! দেখ্ খুব সাবধান, তারা হয়তো এখনি আসবে, কোন রকম ক্রটী না হয়। [প্রস্থান।

১ম-ভৃত্য। ক'ল্‌কাতার বাবুরা কি গ্যাঁড়াদাদা যেসো?

গ্যাঁড়া। ওরে তারা দেব্‌তা!

২য়-ভৃত্য। তবে এলে পেন্নাম ক'র্ত্তে হবে?

পোঁটা। তাতো ক'র্ত্তেই হবে! কিন্তু দেখিস্, সুমুখ ফিরে পেন্নাম করিস্‌নি, তাহ'লে কর্ত্তা ভারি চ'টে যাবে।

৩য়-ভৃত্য। তবে কোন্ দিকে ফিরে পেন্নাম ক'রবো?

পোঁটা। তাদের দিকে পেছন ফিরে।

(সুশীলকুমার ও শ্রীমানের প্রবেশ ও ভৃত্যগণের পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রণাম)

শ্রীমা। আমলো! ব্যাটারা কে হে? যা তোরা সরাইওলাকে খবর দে (ভৃত্যগণের প্রস্থান)

শ্রীমা। সরাইটা মন্দ নয়। খুব মস্ত বাড়ী, অট্টালিকার মত। বোধ হয় কোন বড় লোকের বাড়ী ছিল, দেনার দায়ে সরাই ওলাকে বেচে চলে গেছে।

সুশী। আজ কাল তাইতো হ'য়ে থাকে! জমিদার যাচ্ছে গোল্লায়—বেড়ে উঠ্‌ছে যত ব্যাব্‌সাদার।

শ্রীমা। মরুগগে। এখন আমরা যে এই রাত্রে, এই ঠাণ্ডায়, এই সরা'য়ের একটা ঘর দখল ক'র্ত্তে পেরেছি, এই যথেষ্ট।

সুশী। সুধু গরম ঘরে কি হবে ভাই! একটা গরম মনিষ্যি চাইতো?

শ্রীমা। কি চাচ্ছ'? সরা'য়ের ঝি ফি বুঝি?

সুশী। হা হা হা! (হাস্য) দাঁতের কথা টেনে বার ক'রেছ'।

শ্রীমা। আচ্ছা, তুমি দাসী টাসীর দরের স্ত্রীলোকের সঙ্গে বেশ মজাদার কথা ক'ইতে পার, কিন্তু ভদ্র মহিলাদের সঙ্গে কথা ক'ইবার সময় অমন মেড়ুয়া হ'য়ে যাও কেন?

সুশী। কে জানে ভাই, ওইটে আমি বুঝতে পারি না।

শ্রীমা। তাতো পার'না, কিন্তু বাপের আদেশে এই যে তোমার ভাবি পত্নীকে দেখতে এসেছ, এর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার ক'র্ব্বে?

সুশী। যা চিরকাল ক'রে থাকি। মাথা হেঁট ক'রে থাকব', মুখের পানে চাইব' না। হাঁ বল্‌বার সময় হাঁ ব'ল্‌বো, না বল্‌বার সময় না ব'লবো। তারপর ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি! ভোঁ ক'রে তোমার কাছে পালিয়ে আসবো।

শ্রীমা। সে কি হে? সেটা ভাল দেখাবে না! তাহ'লে এলে কেন?

সুশী। এলেম তোমার জন্য, তা না হ'লে আস্‌তেম না। তোমার সরলা ওই খানে আছে তো?

শ্রীমা। তাতো আছে।

সুশী। তার সঙ্গে যাতে তোমার শিগ্যির শিগ্যির মিল হয়, সেই যোগাড় কর্ব্বার জন্য এসেছি।

শ্রীমা। ধন্য তুমি বন্ধু!

সুশী। এ বুড়োটা কে আসে! সরা'য়ের কর্ত্তা বোধ হয়!

(প্রভুরামের প্রবেশ)

প্রভু। আমার বড় সৌভাগ্য আপনারা এসেছেন। সুশীলকুমার বাবু কোন্‌টী? ইনি? বেশ বেশ!

সুশী। (জনান্তিকে শ্রীমানের প্রতি) আমাদের চাকর ব্যাটা-দের কাছে থেকে নামটা জেনে নিয়েছে। (প্রকাশ্যে) আপনি বেশ লোক! শ্রীমান্! আমাদের এই ট্রাভ্‌লিং ড্রেস্‌টা ছাড়লে হয় না?

প্রভু। সুশীলকুমার বাবু! এটা পরের বাড়ী ব'লে বিবেচনা ক'র্ব্বেন না, যাতে সুবিধা হয় তাই ক'র্ব্বেন।

সুশী। তাতো ক'র্ব্বো, তবে কি না এই পোষাক ছাড়তে অনেক লড়াই হেঙ্গামা ক'র্ত্তে হবে।

প্রভু। লড়াই হেমাঙ্গার কথা ব'ল্‌ছেন? লড়াই হেঙ্গামের কথা শুন্‌লেই, আমার সেই সেপাই বিদ্রোহের কথা মনে হয়। আমি তখন কমিসেরিয়েটের গোমস্তা ছিলেম। নানা সাহেব যখন কানপুর দখল ক'র্ত্তে এল'—

সুশী। পোষাক বদ্‌লাব, কি, না বদ্‌লাব।

প্রভু। সর্ব্ব প্রথমে নানা সাহেব ক'ল্লে কি—

শ্রীমা। দেখ সেটা তোমার ইচ্ছা, বলতো ছাড়ি।

প্রভু। সঙ্গে পাঁচ হাজার সেপাই, নাঙ্গা তলোয়ার খোলা। ক'ল্লে কি জানেন—

সুশী। কি বকর বকর ক'চ্ছেন? ঠাণ্ডায় প্রাণ গেল, একটু চা ক'রে দিন দিকি।

প্রভু। চা? (স্বগতঃ) ওর বাপ ব'লেছিল ভারি ঠাণ্ডা ছেলে, বিণয়ী, নম্র! এই তার নিদর্শন নাকি? আমায় ব'ল্‌ছে চা তোইরি ক'র্ত্তে?

সুশী। হ্যাঁ মশাই! চা—চা—গরম চা! দু'জনকে দু'বাটি তোইরি ক'রে দিন।

প্রভু। আচ্ছা, আনিয়ে দিচ্ছি। গ্যাঁড়াদাস! শিগ্যির দু'বাটি গরম চা নিয়ে আয়! বাবুদের বড় ঠাণ্ডা লেগেছে।

(গ্যাঁড়াদাসের চা লইয়া প্রবেশ ও প্রদান।)

সুশী। (চা পান করিয়া) মন্দ নয়, অপর জায়গার চেয়ে ভাল। এখন রাত্রের খোরাকের কি ব্যবস্থা, তাই জানতে চাই।

প্রভু। (স্বগতঃ) আমলো! এ বেটা কেরে? এমন বিনয়া নম্রের মুখে না ছাই তুলে দি। (প্রকাশ্যে) রাত্রের খোরাকের কথা ব'ল্‌ছেন? সে আমার রন্ধনকারিণীরা জানে।

সুশী। তা বেশ। কিন্তু আমার কি অভ্যাস জানেন মশাই!

আমি যেখানেই যাইনা কেন, রাঁধুনীদের কাছে ব'সে, খাবারের একটা ঠিক ঠিকানা ক'রে নিই।

প্রভু। তা ক'র্ত্তে হবে না। আমার যে প্রধান রন্ধনকারিণী, সে, সে কার্য্যে বিশেষ পটু, আপনাকে সে বিষয়ে কিছু চিন্তা ক'র্ত্তে হবে না।

সুশী। বেশ কথা। আজ কি কি রন্ধন ক'র্ত্তে হুকুম দেওয়া হ'য়েছে শুনি? আমরা ক'ল্‌কাতার লোক, পাড়াগেঁয়ে নই, সেটা তো জানেন?

প্রভু। খুব জানি। (স্বগতঃ) ব্যাটা কে গো?

সুশী। বলুন—বলুন, কি কি রান্না হচ্ছে বলুন?

প্রভু। খাবার সময় টের পাবে বাপু!

সুশী। ও পাড়া গাঁয়ের দাল শুক্তো, চচ্চড়ি, অম্বোলে চ'লবে না। খোবা খোবা মাছের ঝোল চাই, আর পাঁটার কালিয়া তো চাই-ই—চাই। আর তার সঙ্গে একটু মেটুলির অম্বল! হাঁ, যেন ভাত দিয়ে ফেল্‌বেন না, গরম গরম ফুল্‌কো ফুল্‌কো লুচি! পাড়াগাঁয়ের মানুষ আপনারা, ক'ল্‌কাতার হিসাব তো জানেন না? কালিয়া পোলাও আমাদের সেখানে মুড়ি মুড়কির হিসাব।

প্রভু। হবে গো—হবে—তাই হবে! মশাইদের ক'ল্‌কাতার মতনই হবে! (স্বগতঃ) কে জানে? এই রকম বাঁদ্‌রামী করাটা আজকাল্‌কার ক'ল্‌কাতার চাল নাকি?

সুশী। ও হওয়া হ'য়ি বুঝি না, আমি একবার আপনার রান্না শালে যেতে চাই! (জনান্তিক শ্রীমানের প্রতি) দেখে

আসি না, রাঁধুনী শালীর চেহারাটা কি রকম, আর বয়সই বা কত?

[প্রভুরাম ও সুশীলের প্রস্থান।

শ্রীমা। (স্বগতঃ) সরা'য়ের কর্ত্তাটার যেন চটা চটা ভাব। কে জানে কেন? (নেপথ্যে দেখিয়া) ও কি! সরলা এ সরা'য়ে কেন?

(সরলার প্রবেশ।)

সর। এ কি তুমি এখানে?

শ্রীমা। আমরা রাহী মানুষ। আমরা সরা'য়ে আসতে পারি। তুমি এখানে কেন?

সর। সরাই? এ যে আমার মেসো মশাইয়ের বাড়ী। এখানে মেসো মশাই মাসীমা আছেন, আমি র'য়েছি, প্রিয়তমা র'য়েছে, চাকর চাকররা র'য়েছে। এত বড় অট্টালিকা, একে সরাই কে ব'ল্লে?

শ্রীমা। সে একটা ছোক্‌রা! আমাতে আর আমার বন্ধু সুশীল কুমার দু'জনে মনে কল্লেম সন্ধ্যা হ'য়ে গ্যাছে, আজ আর তোমাদের এখানে আসবো না, তাই সেই ছোকরাকে পথে দেখতে পেয়ে, জিজ্ঞাসা ক'ল্লেম যে, এখানে কোন ভাল সরাই আছে? সে এই বাড়ী দেখিয়ে দিলে।

সর। হা—হা—হা! বুঝতে পেরেছি! সেই আমার মাসীর গুণধর বাঁদর ছেলেটা! সেই যে, যার সঙ্গে বে দেবার জন্যে মাসী আমাকে এতদিন ধ'রে কেবল জপাচ্ছেন।

শ্রীমা। বোধ হয় তোমায় শেষে তাকেই বিয়ে ক'র্ত্তে হবে। কেমন? এই না?

সর। তা বুঝি জান না, সে হতভাগা ছোঁড়া আমায় দু'চক্ষ পেড়ে দেখতে পারে না। আমার সঙ্গে আর কারুর সঙ্গে বিয়ে হ'লে, সে যেন বেঁচে যায়।

শ্রীমা। তবে তো ভ'ল। তা—তাই যদি হয়, তাহ'লে এক কাজ করা যাক এসনা। বড় রাস্তার ওপর আমাদের গাড়ী ঘোড়া ঠিক মজুত আছে। আজ রাত্রে দু'জনেই চ'লে যাই না কেন ?

সর। আমি যেতে এখনি প্রস্তুত! কিন্তু আমার যা সম্পত্তি তাতো তুমি জান ? সমস্ত জড়োয়া গহনায়! কাকা বাবু— কাকীমার তিন লক্ষ টাকার গহনা আমায় সমস্ত দিয়ে গেছেন, সেগুলি সমস্ত মাসীমার হাতে। সেগুলি না নিয়ে কি ক'রে যাই ?

শ্রীমা। গহনায় কাজ নাই সরলা! আমি তোমায় চাই, তোমার গহনা চাই না; তোমার ভালবাসা চাই, তোমার সম্পত্তি চাই না।

(উভয়ের গীত)

শ্রীমা।—আমি ভালবাসা চাই।
ভালবাসা বিনা মম অন্য আশা নাই,
ভালবাসা পেলে আমি হাতে স্বর্গ পাই ॥

সর।—যে ভালবাসার আশা,
যে প্রেমের যে পিয়াসা,
মিটাইতে চাহ তুমি—তাত হেথা নাই।
অনাবিল সে প্রেমের নহেতো এ ঠাঁই ॥

শ্রীমা।—'ও কথাটী শুনি না ক',
ও কথাটী বুঝি না ক',
প্রেম যদি না থাকিত—ঘটিত বালাই।
সোণার সংসার পুড়ে হ'য়ে যেত ছাই॥
সর :— এতই বিশ্বাস যদি,
প্রেমে ম'জে নিরবধি,
দু'জনায় এক হ'য়ে—চল চ'লে যাই।
উভয়ে।— সোণার সংসার চল দু'জনে সাজাই॥

সর। আচ্ছা, সে ব্যবস্থা পরে হবে। এখন তোমার বন্ধু সুশীলকুমার সম্বন্ধে কি ক'র্ব্বে?

শ্রীমা। এটা যে সরাই নয়, সে কথা তাকে এখন জানিয়ে কাজ নাই। সে অন্ধকারেই থাকুক।

সর। তা কি ক'রে হবে? প্রিয়তমা ক্রিকেট খেলা দেখতে গ্যাছে, এখনি ফিরে আসবে যে?

'(সুশীলকুমারের প্রবেশ।)

সুশী। দূর ছাই, দেখতে গেলেম মালতী, দেখলুম কি না বিদ্যেভূষণ! রাঁধুনী বেটীর যেম্‌নি রূপ, যেন কালি ঢালা; আর তেম্‌নি গলার আওয়াজ, যেন ষাঁড়ের নাদ।

শ্রীমা। সুশীল! ইনি কে বল দেখি?

সুশী। (অবনত মুখে) আমি—তা—কি ক'রে জানবো।

শ্রীমা। ইনি আমার সেই সরলা! আর তোমার প্রিয়তমাও এসে হাজির হবেন। এরা দু'জনে কোন দূরান্তরে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন, এই সরা'য়ে ঘোড়া বদল ক'র্ত্তে নেবেছেন।

সুশী। (জনান্তিকে শ্রীমানের প্রতি) তবেই তো বন্ধু, কি হবে? মহা মুস্কিলে পড়লুম যে? কি ক'রেই বা কথা কব', কি ক'রেই বা—আমি পালাই!

শ্রীমা। (জনান্তিকে) পালাবে কেন? এদিকে অন্য মেয়ে মানুষদের সঙ্গে খুব বচন ঝাড়তে পারতো? এরা ভদ্র মহিলা, এদের সঙ্গে দু'টো কথা কইতে পার্ব্বে না?

সুশী। (জনান্তিকে) ঐ ভদ্র মহিলা নিয়ে তো মুস্কিল। দাসীটা ফাসীটা হয়, রাঁধুনীটা ফাঁদুনীটা হয়, তাদের সঙ্গে খুব ফষ্টি নষ্টি ক'র্ত্তে পারি। কিন্তু এদের দেখলে—বাবারে! গা কেমন কেঁপে ওঠে, মাথা কেমন নুয়ে পড়ে; ফষ্টি নষ্টি চুলোয় যাক্, দুটো মিষ্টি কথা ব'ল্‌তেও কেমন বাধ' বাধ' ঠেকে।

(প্রিয়তমার প্রবেশ।)

সর। প্রিয়তমা! ইনি তোমার সুশীলকুমার!

প্রিয়। (সুশীল কুমারের ভাব দেখিয়া স্বগতঃ) নম্রতার চূড়ান্ত দেখ্‌ছি যে! (প্রকাশ্যে) আপনাকে দেখে বড় সুখী হ'লেম।

সুশী। (অবনত মুখে) আজ্ঞে—আজ্ঞে—হঁ্যা—সুখী—সুখী—আমিও বড়—সুখী—এঁ—এঁ হলেম।

শ্রীমা। (জনান্তিকে সুশীলের প্রতি) বেশ ব'ল্‌ছো! এই রকম হিসাবে কথা ক'য়ে যাও। তবে মাথাটা বেশি চুল্‌কো না; আর বেশি এঁ—এঁ—ক'রো না।

সর। আমরা এখন স'রে যাই চল। ওদের দু'জনে কথা বার্ত্তা চলুক। [শ্রীমানকে লইয়া প্রস্থান।

প্রিয়। আপনি অতি বিনয়ী, নম্র!

সুশী। এঁ—সেটা—তা—হেঁ—হেঁ—অনেকে বলে বটে।

প্রিয়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এখনকার সহরে যুবকদের যে রকম উদ্ধত ব্যবহার, আপনাতে তার কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা।

সুশী। তা—তা—তা—সে—কথাটা—ঠিক বটে। কিন্তু আমাকে যা ব'ল্‌ছেন, সেটা আপনার নিজগুণে।

প্রিয়। আপনি মাথা তুলে কথা ক'ন্‌না! লজ্জা কিসের? আমায় অপর ভাব্‌বেন না।

সুশী। না—তা—না। তবে—কিনা আমার বন্ধু কোথায় গেল একবার আমি দেখি। তাকে ছেড়ে আমি এক দণ্ডও থাকতে পারি না।

প্রিয়। বেশ চলুন, আমিও যাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অপর পার্শ্ব হইতে টুনু, সরলা, পশ্চাতে দূরে
সোণামুখী ও শ্রীমানের প্রবেশ।)

টুনু। আচ্ছা, সরলা! আমায় ত্যক্ত ক'রে মারিস কেন?

সর। তুমি ভাই আপনার লোক; তাই তোমার সঙ্গে আলাপ ক'র্ত্তে চাই! তুমি অত চট কেন?

টুনু। চট্‌বো না? তোর মৎলব খারাপ! তুই যে রকম আপনার লোক, সেই রকম থাকিস তা'হলে হয়। তা নয়, আমি কি বুঝিনা? এ যে অতিরিক্ত আপনার কর্ব্বার চেষ্টায় আছিস্, তাইতো চ'টি। যাঃ, আর আমার পেছু পেছু আসিস্‌নি।

সর। তা হ'চ্ছে না, আমি পেছু পেছু যাবই।

(রঙ্গভূমির পশ্চাৎভাগে গিয়া উভয়ের কথোপকথন)

সোণা। শ্রীমান্! তুমি বাবা বড় ঠাণ্ডা ছেলে! তোমার কথা শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। হাজার হ'ক ক'ল্‌কাতার ভাল ঘরের ছেলে তোম্‌রা। তোমাদের তো এ রকম কথা বার্ত্তা হবেই। আমি বাবা কখনও ক'ল্‌কাতায় যাইনি।

শ্রীমা। আপনি ক'ল্‌কাতায় যান্‌নি? সে কি?

সোণা। বুড়ো কিছুতেই যেতে দিতে চায় না। বলে, ক'ল্‌কাতায় গেলে বরঞ্চ অল্প বয়েসি মেয়েরা খারাপ হয় না, কিন্তু যাদের বেশি বয়স হ'য়েছে, তাদের মাথা একেবারে খারাপ হ'য়ে যায়। তা, হ্যাঁ বাবা! আমার বয়স তুমি কত মনে কর?

শ্রীমা। আমার তো বোধ হয় আপনি কুড়ি পঁচিশ বা দু'এক বছর বেশি।

সোণা। এই, বল বাবা বল। কর্ত্তা বলেন, আমার পঞ্চাশ বছর বয়স হ'য়েছে।

শ্রীমা। সেটা বোধ হয় আপনাকে রাগাবার জন্য বলেন। ওই ছেলেটী তো আপনার ছোট ভাই?

সোণা। না, উটী আমার ছোট বোনের ছেলে! আমার যখন চোদ্দ বছর বয়স, তখন আমার ঐ বোন্‌পো টুনু জন্মেছে, আর এখন ওর চোদ্দ বছর বয়স হবে। চোদ্দ না হ'ক, আঠারোর বেশি হবে না। দেখনা, দেখনা, ছুঁড়ীটার সঙ্গে কেমন হাত মুখ নেড়ে ঝগড়া ক'চ্ছে। ওর সঙ্গে বিয়ে

দেব' মনে করেছি। তাহ'লে বেশ হবে! ছেলে বেলা থেকে ওই ঝগড়াও করে, আবার ভাবও করে। টুনু! সরলার সঙ্গে কি পরামর্শ ক'চ্ছিস্?

টুনু। (অগ্রসর হইয়া) পরামর্শ তো ভারি। ও আমার পেছনে পেছনে ঘুর্‌বে কেন? ওর জ্বালায় আমার বাড়ীতে থাকা ভার। তাই আমি হয় আস্তাবলে গিয়ে সহিসদের সঙ্গে ব'সে কথা বার্ত্তা কই,আর নইলে সুধারামের দোকানে গিয়ে পাঁচটা মানুষের মুখ দেখে বাঁচি।

সোণা। ওর কথায় রাগ করিস্‌নি মা!

সর। আমি রাগ করিনা। ও যাই বলুক না কেন, ওর প্রাণটা বড়ই সাদা। আমায় প্রাণে প্রাণে বড়ই ভালবাসে।

টুনু। (ব্যঙ্গভাবে) প্রাণে প্রাণে ভালবাসে। মার্ ঝ্যাঁটা—মার্ ঝ্যাঁটা—মার্ ঝ্যাঁটা!

সোণা। হতভাগা মুখ্যু কিনা! তুই আয় মা, আমরা চ'লে যাই।

[সরলাকে লইয়া প্রস্থান।

শ্রীমা। তুমি ওকে বে' ক'র্ত্তে চাওনা না কেন? ওতো বেশ সুন্দরী?

টুনু। ও সব রং মেখে সুন্দরী! সুধারামের দোকানে যে ঝিটা আছে, তার কাছেও কোথা লাগে।

শ্রীমা। আচ্ছা, ওকে আর যদি কেউ বে' ক'রে নিয়ে যায়, তাতে রাজী?

টুনু। খুব রাজী! কিন্তু ওকে বে' ক'র্ব্বে কে?

শ্রীমা। ধর, যদি আমিই করি?

টুনু। তাহ'লে ভাই আমি বেঁচে যাই। তুমি যদি আজ রাত্রেই ওকে নিয়ে স'রে প'ড়্তে চাও, তারও যোগাড় আমি ক'রে দিতে পারি। ওর অনেক টাকার গহনা আমার মাসীর কাছে আছে, তাও তোমায় এনে দিতে পারি।

শ্রীমা। বেশ, তবে এই কথা রইলো! ঠিক?

টুনু। খুব ঠিক! [শ্রীমানের প্রস্থান।

(টুনুর গীত)

আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়বো ছাড়বো হ'চ্ছে।
বুঝি ভালই হাওয়া ব'চ্ছে।
ঠিক ঠিকানা হবার লেগে বিধির কলম স'চ্ছে॥
যখনই হয় কাছাকাছি,
তখনই হয় আঁচা আঁচি;
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—প্রাণটা কেমন ক'চ্ছে।
সেও চায় না, আমিও না—মাসী কেবল ধ'চ্ছে।
টাকার লোভে ম'চ্ছে॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

অট্টালিকার অন্য এক কক্ষ।

(প্রভুরামের প্রবেশ)

প্রভু। (স্বগতঃ) রায় বাহাদুর আমার বাল্য বন্ধু! তাঁর অমন বাঁদর ছেলেটাকে অত ভাল ছোক্‌রা ব'লে যে, কেন পাঠিয়েছেন, তাতো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা। নিজের ঘোলকে

অবশ্য কেউ টক্ বলেনা—তা জানি। যাই হোক্ ছেলে বেটার আস্পর্দ্ধা দেখে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেছি। এসেই আমার ইজি চেয়ার খানা দখল ক'রেছে। তার পর বুট্ জোড়াটা খুলে স্বচ্ছন্দে অম্লান মুখে ব'ল্লে—আমায় ব'ল্লে, জুতো জোড়াটা যেন সাবধানে রাখা হয়! এখন আমার কন্যার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার ক'রেছে, সেইটে জানা আবশ্যক!

(প্রিয়তমার প্রবেশ।)

প্রিয়। বাবা! এই সাদাসিধে কাপড়খানায় আমায় মানিয়েছে কি?

প্রভু। বেশ মানিয়েছে! এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ছোক্রাটা তোমার সঙ্গে ব্যবহার ক'ল্লে কেমন?

প্রিয়। আপনি যা ব'লেছিলেন, তার চেয়ে খুব বেশি শিষ্ট ব'লে বোধ হ'লো। বড় ধীর, বড় নম্র, বড় বিনয়ী!

প্রভু। ওকি কথা? আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার ক'রেছে, তাতে তো বোধ হ'লো—ওটা একটা ষণ্ডামার্ক! ক'ল্কাতার গুণ্ডা!

প্রিয়। না না আপনি বোধ হয় ঠাট্টা ক'চ্ছেন! আমার সঙ্গে যখন দেখা হ'লো, তখন বেচারা ভালমানুষির চূড়ান্ত ভাব দেখালে। মুখ নিচু ক'রে নরম গলায় অতি শান্ত ভাবে আমার সঙ্গে কথা ক'ইলে।

প্রভু। বটে? ও কথাই বুঝিনা। আমার সঙ্গে ব্যাটা নাক উচু ক'রে চোখ্ পাকিয়ে চীৎকার শব্দে লাট সাহেবের মত কথা কইতে লাগ্লো! এসেই হুকুম ক'ল্লে আমায়; আমার

চাকরদের নয়—আমায় হুকুম ক'ল্লে—গরম চা নিয়াও। ছি ছি ছি!

প্রিয়। তাহ'লে হয় আপনার ভুল, নয় আমার ভুল।

প্রভু। যারই ভুল্ হোক্—আমি কিন্তু ব'লে রাখ্ছি, আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার ক'রেছে, তাতে আমি আমার সোণার প্রতিমা তার হাতে তুলে দিচ্ছিনা।

প্রিয়। আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার ক'রেছে, তা যদি তার ভিট্‌কিলিমি হয়, তাহ'লে আমিও তাকে বিয়ে ক'চ্ছিনা।

প্রভু। বেশ কথা! আরও একবার না হয় পরীক্ষা হোক্!

[উভয়ের প্রস্থান।

(গহনার বাক্স লইয়া টুনুর বেগে প্রবেশ)

টুনু। বাস্, মারদিয়া! সরলা ছুঁড়ীর তিন লক্ষ টাকার গহনা এর ভেতর। মাসী বেটী আর বেচারিকে ফাঁকি দিতে পাল্লেন না। এই যে আমার শ্রীমান ভায়া আস্‌ছে।

(শ্রীমানের প্রবেশ।)

শ্রীমা। কিহে ভায়া! সরলার সঙ্গে তোমার যে, প্রেমটা যে ভাল রকম চ'ল্‌ছে, সে ফাঁকিটা তোমার মাসী তো খুব সত্যি ব'লে বুঝতে পাচ্ছেন?

টুনু। তা বুঝছেন।

শ্রীমা। এখন আমাদের স'রে পড়্‌বার ব্যবস্থা কি হল?

টুনু। জোড়া ঘোড়া ঠিক তোইরি আছে, আর পথ খরচের জন্যে এই কিছু যোগাড় করিছি।

(গহনার বাক্স প্রদান)

শ্রীমা। এতে কি আছে?

টুনু। সরলার তিন লক্ষ টাকার জড়োয়া গহনা। মাসী বেটী সহজে তাকে দিত না; আমার সঙ্গে বে' হ'লে তবে দিত।

শ্রীমা। এ কি ক'রে তবে সংগ্রহ ক'রলে?

টুনু। সে কথায় আর কাজ কি ভাই! আমি যে এই ইয়ারকিটা আধ্‌টা দিই তাতো আর অম্‌নি হয় না। মাসীর বাক্সের নকল চাবি তোয়ের ক'রে রেখেছি। এমনটা অনেকেই ক'রে থাকে, নিজের ধনে নিজে চোর অনেকেই হয়।

শ্রীমা। তা হয়।

টুনু। ওই যে সব আসছে। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে ব্যাটা গ্যাঁড়া, ওরে ব্যাটা পোঁটা, আমার জুতো জোড়াটা দেনা, আরসি চিরুণী আন্‌না। [শ্রীমানের প্রস্থান।

(অন্যদিক হইতে সোণামুখী ও সরলার প্রবেশ।)

সোণা। ছিঃ মা, ছিঃ! ও সব গহনা কি তোমায় এখন মানাবে? একটু বড় হও তারপর পোরো!

সর। আমি সে জন্যে বল্‌ছি না মাসীমা! অনেকে দেখতে চায়, তাই তাদের দেখাব ব'লে চাইছি। ও রকম পুরোণ জিনিষ আজকাল্‌কার কালে তো তোইরি হয় না, তাই সকলে দেখতে চায়।

সোণা। তাতো চায় মা! কিন্তু সে গুলো কোথায় যে রেখেছি, তা আমার মনে হচ্ছেনা।

টুনু। (জনান্তিকে সোণামুখীর প্রতি) একবারে ব'লে দাও না সে গুলো হারিয়ে গ্যাছে। আমি সাক্ষী দোব।

সোণা। (জনান্তিকে টুনুর প্রতি) তোর জন্যেই রেখেছি বাবা, তোর জন্যেই রেখেছি। তুই ঠিক সাক্ষী দিবি তো?

টুনু। (জনান্তিকে সোণামুখীর প্রতি) নিশ্চয়ই দোবো, ব'লবো আমি স্বচক্ষে দেখেছি হারিয়ে গ্যাছে।

সর। আমায় কেবল আজকের দিনের জন্যে দাও মাসীমা? সবাইকে দেখিয়ে আবার তোমায় ফিরিয়ে দেব'।

সোণা। কি ব'লবো মা, ব'লতেও লজ্জা ক'চ্ছে, অথচ না ব'লেও নয়, আমি অনেক খুঁজে দেখেছি সেগুলো পাচ্ছিনা, চুরিই গেল, কি, কি হল, কে জানে। তা যাই হ'ক, আমি তার দাম ধরে দেব'।

সর। অত টাকার যে জিনিষ, চুরি যাবার জায়গায় আপনি রেখেছিলেন, আমার তা বোধ হয় না।

সোণা। চুরিই হ'ক আর যাইই হ'ক জিনিষ গুলো সব খোয়া গ্যাছে। এই টুনু তার সাক্ষী।

টুনু। হ্যাঁ খোয়া গ্যাছে—খোয়া গ্যাছে, আমি দিব্যি ক'রে ব'লতে পারি খোয়া গ্যাছে।

সোণা। এক কাজ কর মা! যাতে সে সব জিনিষ ফিরে পাওয়া যায়, আমি তার চেষ্টা ক'রবো। আমার এক জোড়া খুব পুরোণ জড়োয়া চুড়ি আছে, যারা দেখতে চেয়েছে, তাদের না হয় সেই জোড়াটা নিয়ে গিয়ে দেখাওগে, এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

সর। কাকীমার গহনা আর ওঁর চুড়ি ঢের তফাৎ!

টুনু। তফাৎ হ'ক! যা আদায় ক'রতে পার ক'রে নাও। তোমার গহনার বাক্স মাসীর সিন্দুক থেকে এই চাবি দিয়ে খুলে গ্যাঁড়া দিয়েছি। শ্রীমানের কাছে যাও সব শুনতে পাবে।

সর। সে বাক্স কোথায় ?

টুনু। শ্রীমানের কাছে। যাও যাও, শিগ্গির যাও! ওই যে মাসী আমার রায় বাঘিনীর মত ছুটে আসছে। সিন্ধুক খুলে দেখেছে বোধ হয়।

(সরলার প্রস্থান ও অন্য পার্শ্ব হইতে সোণামুখীর প্রবেশ।)

সোণা। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে. সর্ব্বস্ব চুরি গ্যাছে! আমার সিন্ধুক খুলে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে গ্যাছে!

টুনু। কি হ'য়েছে মাসী—কি হ'য়েছে ?

সোণা। চুরি গ্যাছে—চুরি গ্যাছে! সেই গহনার বাক্সটা সত্যি সত্যি চুরি গ্যাছে।

টুনু। হাঃ হাঃ হাঃ! (উচ্চহাস্য) এই ঠিক ঢং ধ'রেছ মাসী! এই রকম ক'রে ব'ল্লেই ছুঁড়ী ঠিক বুঝবে যে সত্যি সত্যি চুরি গ্যাছে।

সোণা। ওরে বাবা সত্যি চুরি গ্যাছে। সিন্ধুকের চাবি খোলা, সত্যি চুরি গ্যাছে।

টুনু। হাঃ হাঃ হাঃ! (উচ্চহাস্য) ঠিক ওই রকম ক'রে ব'লো মাসী! আমি সাক্ষী দোব।

সোণা। ওরে টুন্‌টুনী, বাবা! সত্যি সত্যি সেই গহনার বাক্সটা চুরি গ্যাছে যে!

টুনু। বুঝ্‌তে পেরেছি মাসী! আমিও ঠিক সাক্ষী দোব।

সোণা। ওরে শোন, সত্যি চুরি গ্যাছে।

টুনু। সত্যিইতো চুরি গ্যাছে আমি ঠিক বলবো। হাঃ হাঃ হাঃ! (উচ্চহাস্য)

সোণা। কি মুখ্যু হতভাগা! সত্যি মিথ্যে বুঝতে পাচ্ছিস না, আমি কি তোকে ঠাট্টা কাচ্ছি, সত্যি চুরি গ্যাছে।

টুনু। বেশ, বেশ, ঠিক এই হিসেবে কথাটা চালাও, আমি সাক্ষী দোব।

সোণা। তুই মুখ্যু, বাঁদর! পোড়ার মুখো হতভাগা, ওরে সত্যি চুরি গ্যাছে।

টুনু। আমিও সত্যি সাক্ষী দোব মাসী!

সোণা। আমলো! ফের হাসি?

টুনু। রাগের ভাবটা এই রকমই চালিও মাসী! আমি ঠিক সাক্ষী দোব।

সোণা। পাজী, নচ্ছার! তোকে মেরে তোর হাড় গুড়ো ক'রে ফেল্‌বো না।

টুনু। আমি ঠিক সাক্ষী দোব মাসী!

সোণা। তোর সাক্ষী দেওয়া ঘোচাচ্ছি দাঁড়া, আগে গনক-কারের কাছে যাই, তারপর এসে সব বুঝে নেব।

টুনু। বেশ মাসী, বেশ, আমি কিন্তু সাক্ষী দিতে ছাড়বো না।

সোণা। ফের হতভাগা, ফের, ফের সেই কথা!

(সোণামুখীর পশ্চাদ্ধাবন ও টুনুর পলায়ন ও অন্য পার্শ্ব হইতে প্রিয়তমা ও কদমের প্রবেশ)

প্রিয়। টুনু বড় দুষ্ট। ওদের ব'লে দিয়েছিল এটা সরাই।

কদ। ঠিক কথা। ওই যার নাম সুশীলকুমার, আপনি যখন আসেন, আমায় জিজ্ঞেস্ ক'ল্লেন, ওই যে মেয়ে মানুষটী গেল, উটী কি এই সরা'য়ের ভাণ্ডারী ঝি!

প্রিয়। বটে? তাহ'লে তাই জেনে রাখুক। হ্যাঁলা কদ্‌মী! আমি এই যে কাপড়খানা প'রেছি, এটাতে ঠিক ভাণ্ডারণী ব'লে মানাচ্ছে তো?

কদ। তা মানিয়েছে। কিন্তু সে যে আপনাকে দেখেছে, আপনি যে কর্ত্তার মেয়ে তাও তো সে জেনেছে?

প্রিয়। কোথায় জেনেছে। একবার মাত্র দেখা হ'য়েছে, তাও আমার মুখের দিকে চায়নি।

কদ। গলার আওয়াজ?

প্রিয়। সে আমি ঠিক বদ্‌লে নোব। এই শোন্‌না। (ভারি গলায়) "মহাশয় আপনার কি প্রয়োজন? যা আবশ্যক হবে হুকুম কর্ব্বেন।" কেমন লো? এ রকম আওয়াজে চলবে না?

কদ। ছি ছি ছি! (হাস্য) বেশ চ'ল্‌বে। অই বুঝি তিনি আস্‌ছেন। আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

(একান্তে সুশীলকুমারের প্রবেশ)

সুশী। কি জ্বালাতনেই পড়েছি। এ সরাইটা যেন মেছো হাটা! কেবল গোলমাল কেবল গোলমাল। চাকর চাকরাণী বেটাবেটীরা কেবল গোলমাল ক'চ্ছে। নির্জ্জন ভেবে একটা ঘরে গেলেম, গিয়ে দেখি সরাইয়ের কর্ত্তা বেটা হাজির, আর তার সেই নানা সাহেবের গল্প। সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে আর একটা ঘরে গেলেম, সেখানে দেখি সরা'য়ের গিন্নীঠাক্‌রুণ মানের কান্না কাঁদতে আরম্ভ ক'ল্লেন। পালিয়ে তো এখানে এসেছি। এখন দেখি—

প্রিয়। হুজুর কি আমায় ডাকছেন ?

সুশী। আমলো, এখানেও যে! না-না-না-না! (পশ্চাদ্‌বর্ত্তন)

প্রিয়। আমি যেন শুনলেম, আপনি ডাকছেন।

সুশী। আহা না না।

প্রিয়। তবে বুঝি আপনার সঙ্গী ভদ্রলোকটী ডেকেছেন ?

সুশী। আঃ, তুমি তো বড় জ্বালাতন ক'ল্লে! (পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রিয়তমাকে দেখিয়া স্বগতঃ) বাহবা! ছুঁড়ীটা তো বেশ সুন্দরী। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ-হ্যাঁ-তোমায় ডেকেছি বটে, তুমি দেখছি বেশ সুন্দরী!

প্রিয়। আমায় লজ্জা দেবেন না। আমরা ঝি চাকরাণী, আমরা আবার সুন্দরী!

সুশী। সুন্দরী বৈ কি! অনেক ভাল ঘরে তোমার মত চেহারা মেলে না। একটু স'রে এস না ভাল ক'রে দেখি। না আসতো আমিই না হয় এগিয়ে যাচ্ছি।

প্রিয়। ওইখান থেকেই দেখুন না।

সুশী। (স্বগতঃ) শালীর যেমন চক্ষের চাহনী, তেম্নি গালের টকটকে রং। ঠোঁট দুটোও বেশ! (প্রকাশ্যে) ভয় কি, আমি খেয়ে ফেলবো না।

প্রিয়। খাবেন না তা জানি।

সুশী। কিন্তু একটু দূরে দূরে কেন রূপসী!

প্রিয়। আগে দূরই ভাল। পরে কাছাকাছি হ'লে দোষ হয় না।

সুশী। হাঃ হাঃ হাঃ! বেশ চালাক চতুর! তুমি এখানে কি কর সুন্দরী ?

প্রিয়। আমার কাজ ভাঁড়ারের। তবে কর্ত্তা গিন্নী আমায় ভালবাসেন, সেই জন্য আমি অন্যান্য অনেক কাজ করি। আমি বুন্‌তে জানি, সেলাই কর্‌তে জানি। আমার হাতের অনেক জিনিস এই সরায়ে আছে, দেখবেন চলুন না।

সুশী। (স্বগতঃ) বুঝিবা-হয়তো! (প্রকাশ্যে) চলনা সুন্দরী, চলনা। (হস্ত ধারণ)

প্রিয়। হাত ছেড়ে দিন, হাত ছেড়ে দিন, অম্‌নি চলুন। (হস্ত স্ববলে ছাড়াইয়া লওন)

সুশী। আচ্ছা তবে এস। [প্রস্থান।

(অন্য পার্শ্ব হইতে প্রভুরামের প্রবেশ)

প্রভু। মা! ওই বুঝি তোমার বিনয়ী, নম্র, ভদ্র যুবক! মুখপানে চায় না, নিচুপানে চেয়ে আস্তে আস্তে কথা কয়। ছিঃ প্রিয়! বাপের কাছে মিথ্যে কথাটা বলা কি ভাল হ'য়েছিল?

প্রিয়। কৈ বাবা, আমি তো মিথ্যে কথা বলিনি, যা বলেছিলুম সব সত্য। আপনি ঠিক দেখবেন, উনি অতি সরলচেতা যুবক!

প্রভু। মা! বলতে লজ্জা হ'চ্চে, কিন্তু না ব'লেও পারি না। তোমার হাত ধ'রে অমন টানাটানি ক'চ্ছিলো কেন? তুমি কি একটা ছোট লোকের মেয়ে, না, ঝি চাকরাণী।

প্রিয়। তা নয় বাবা, তা নয়। ওর মনে কোন খল কপট নাই।

প্রভু। ঘণ্টা তিনেক হ'ল এই বাড়ীতে এসেছে, এর মধ্যে এত দৌরাত্ম। ছি ছি ছি! ওর নষ্টামীকে তুমি সরলতা ব'লতে

পার, কিন্তু আমি যাকে জামাতা নির্ব্বাচন ক'রবো, সে ব্যক্তি আলাহিদা হিসাবের লোক হবে।

প্রিয়। আপনি এখনও ভুল বুঝ্‌ছেন। আর এক ঘণ্টা সময় দিন, আমি আপনাকে বুঝিয়ে দোব উনি কি দরের লোক।

প্রভু। এক ঘণ্টা মাত্র? আচ্ছা তাই স্বীকার।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

গণক ঠাকুরের বাটী।

(কয়েকটী স্ত্রীলোক উপস্থিত)

(গণক ঠাকুরের জনৈক ভৃত্যের এক পার্শ্বে অবস্থান।)

১মা গণক ঠাকুরের ঝি। হ্যাঁ দিদি, তোমার কি গ্যাছে?

১মা-স্ত্রী। আমার বোন, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। কালকে আমাদের জমিদারদের বাড়ী মা কালীর পূজো হ'চ্ছিল, আমি আমার ছেলেটীকে কোলে ক'রে সেখানে গেছলুম। পায় তার ঘুমুর দেওয়া মল ছিল। সেখান থেকে যখন ফিরে আসি, তখনও তার পায়ে হাত দিয়ে দেখি, সে মল ছিল। (ক্রন্দন স্বরে) তারপর দিদি, বাড়ীতে এসে দেখি সেই মল জোড়াটী তার পায়ে নেই।

২য়া-স্ত্রী। আহা হা! ও দিদি, আমারও যে তাই। ছেলেটা দোলায় শুয়ে ঢুল্‌ছে। আমি ঘাটে জল আন্‌তে গেছি, এসে দেখি, কোন্ হতভাগী তার হাতের বালা দু'গাছি নিয়ে চ'লে গ্যাছে। বাছা আমার কাঁদ্‌ছে। (ক্রন্দনস্বরে) সোণার বালা! এই সে দিন তোইরি করে এনে দিয়েছে।

১মা-গ-ঝি। (ক্রন্দনস্বরে) আহা দিদি! আমি বড় অভাগিনী, আমার লক্ষ্মীর খুঁটী থেকে একটা মোহর—আহা দিদি সেই আকব্বরী মোহর—সাত পুরুষের মোহর তাই চুরি গ্যাছে। (দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকের প্রতি) তা যা হ'ক, গণক ঠাকুর ঠিক গুণে ব'লে দেবেন। আচ্ছা দিদি, তোমার ছেলের মল বাড়ীতে এসে হারাল, তখন তুমি অবিশ্যি কাউকে সন্দ ক'রেছ?

২য়া-স্ত্রী। সন্দ করিছি দিদি, কিন্তু সে অনেক দিনের মানুষ! গোয়াল ঘরটা তার জিম্মেই থাকে, তার নাম বদন ঘোষ। তাকে আমরা সবাই ভালবাসি।

১মা-গ-ঝি। দেখ দিদি, গণক ঠাকুর এখন যা ব'লবেন তাই ঠিক হবে। তিনি বদন ও মান্‌বেন না, ভালবাসাও বুঝবেন না। (তৃতীয়া স্ত্রীলোকের প্রতি) হ্যাঁ দিদি, তোমার কাকে সন্দ হয়?

২য়-স্ত্রী। তবে বাড়ীর কাউকে নয়। তবে পাশের বাড়ীর একটা পেট মোটা ঢেঁটা ছেলে তার নাম নেড়া, তারই ওপর আমার একটু সন্দ হয়।

(সোণামুখী ও কদমের প্রবেশ)

কদ। হ্যাঁগা, গণক ঠাকুর কোথা বল্‌তে পার?

১মা-গ-ঝি। কেন মা? বুঝি তোমারও কিছু সর্ব্বনাশ হ'য়েছে?

সোণা। সর্ব্বনাশ ব'লে সর্ব্বনাশ! আমার তিন লক্ষ টাকার জড়োয়া গয়না সিন্দুকের ভেতর ছিল মা—সিন্দুকের ভেতর ছিল, লোহার সিন্দুকের ভেতর ছিল, তাই খুলে কে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে গ্যাছে। তাই মুদো বেঁধে গণক ঠাকুরের কাছে এসেছি। উনি যদি ঠিক ব'লে দিতে পারেন কে নিয়েছে, আমি হাজার টাকা ওঁকে দোব।

১মা-গ ঝি। (জনান্তিকে ভৃত্যের প্রতি) মস্ত দাঁও, শিগ্গির কর্ত্তাকে খবর দিগে যা, সব শুন্‌লি তো?

ভৃত্য। (জনান্তিকে) হুঁম!

[প্রস্থান।

১মা-গ-ঝি। মা কিছু ভয় নেই, গণক ঠাকুর ঠিক গুণে ব'লে দেবেন। উনি এম্নি গুণীন্, যে জিনিষ নিয়েছে, তাহাকে ঘুর-পাক খেতে খেতে যেখানকার জিনিষ সেইখানে এসে রেখে যেতে হবে। আমি এমন দশ বিশ বার শুনিয়েছি। এক বারও বেঠিক হয়নি।

(গোঁফে চাড়া দিতে দিতে ভৃত্যসহ গণক ঠাকুরের প্রবেশ)

গণ। (জনান্তিকে) হারে বিটা বঙ্গোচন্দ্র! তোরে জুতার বারি না পিট্‌মু! ক'লি—বর' বর' লোক্ আস্‌ছে! কই রে বিটা, তোর বর' বর' লোক কোহানে? ইতো কয়ডা মারি ভূরি দেখ্‌ছি!

ভৃত্য। (ঐ) আছে আছে! কর্ত্তা আছে! ধুগ্‌রির মধ্যি থাসা চাউল আছে! ঐ যে মাইয়া মানুষডার কথা কয়লাম্, সেডা ঐডা!

গণ। (ঐ) হ-হ ! (প্রকাশ্যে) ইযে সবই দেহি চোরাই বিয়াপার।

সকলে। হ্যাঁ গণক ঠাকুর ! হ্যাঁ-তাই !

গণ। বালো। (সোণামুখীর প্রতি) সর্ব্ব অগ্রে তোমারই কার্য্যটা দেহি। কুটা গাছটা হাথে রাহ'—আর আমার মুখের দিকে—থির চাহনি চাহিয়া রও ! ই-ই চুরি গিছে ! টাহা—টাহা ! উঁহুঁ ! টাহা লয় ! রূপা ! রূপা ! উঁহুঁ ! রূপা লয় ! সুবর্ণ—সুবর্ণ-সুবর্ণ বটে-সুবর্ণ- সুবর্ণ ! হীরা চুনী পান্না মুক্তা ! হ-হ ! মা ঠাক্‌রাণ—ইতো সহজ চুরি লয় ! অনেক টাহার দ্রইব্য চুরি গিছে !

সোণা। হ্যাঁ বাবা অনেক টাকা !

গণ। আমারে হাজার টাহা দিলি ঠিক কহিয়া দিমু কত টাহা চুরি গিছে !

সোণা। আমি এখনি হাজার টাকা দেব বাবা !

গণ। এহানে রাহো ! (টাকা লওন) চুরি গিছে তিনি লইক্ষা টাহার দ্রইব্য !

সোণা। হ্যাঁ বাবা তা ঠিক্ ! এখন সে সব জিনিষ কোথায় আছে আর কে নিয়েছে এই টুকু আমায় ব'লে দিন।

গণ। ঠাহরাণ্ ! দ্রইব্য কোথায় আছে সেডা কইবার্ পারি ! কিন্তু কোন্ বিটা যে চুরি করছে, সেডা কয়বার পারি না। ই বিষয়ে পুলিষ বরই করাকর ! তুমি ঠাহরাণ্ আর পাচ্ শো টাহা গ্যাও দ্রইব্য কুথায় আছে কইয়া দিচ্ছি !

সোণা। তাই ব'লে দিন গণক-ঠাকুর—তাই ব'লে দিন। এই নিন্ আর পাঁচ্‌শো ! (প্রদান)

গণ। দেহুন ঠাহরাণ্! আপন্কার বারির ঈষাণ কোণে যে একটা জায়গা আছে—আছে না?

সোণা। আছে গণক ঠাকুর আছে, সেটা আমাদের খিড়কির বাগান!

গণ। হ তথায় আছে! পুষ্কর্ণী যে আছে, পুষ্কর্ণী আছে তো?

সোণা। হ্যাঁ গণক ঠাকুর! তার সান বাঁধানো ঘাট।

গণ! হ-হ! আমাগোর দিব্যচক্ষু! আমরা দেখ্ছি! হ্যাঁ দ্যাহ ঠাহরাণ্—সেই যে তালগাছ আছে তারি গোরায় সেই দ্রইব্য আছে! এহনি মেলা করা প্রিয়োজন! হালার বিটা হালারা দ্রইব্যটা না পাচার করে!

সোণা। আমি এখনি চল্লুম বাবা! যদি জিনিষ পাই তোমায় আরও খুসি ক'র্ব্বো!

[কদম ও সোণামুখীর প্রস্থান।

গণ। তোমাগোর কি গো! সবই দেখ্ছি চুরি! তোমার কি? কয়ডা টাহা আন্ছো? দেখ্ছি তো ঘুমুর দেওয়া—উঁহুঁ—টাহা আগে চাই।

২য়া-স্ত্রী। এই একটী টাকা এনেছি! (প্রদান) ব'লে দিন সে জিনিষ ফিরে পাব কি?

গণ। পাবা—পাবা!—যাও—গোয়াল ঘরে পাবা!

[১মা স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

তোমার কি? রূপা তো লয়! সোণা যে? কি দিবে দেও—সব ঠিক কইয়ে দিচ্ছি!

৩য়া-স্ত্রী। সোণা বটে বাবা! কিন্তু আমরা গরীব মানুষ এই

দুটী টাকা আপনার পাদপদ্মে রাখলুম, দয়া ক'রে আমায় ব'লে দিন—জিনিষটা পাব কিনা? (প্রদান)

গণ। হুঁ-হু দোলায় দুলছিল—ছেলে—হাতের বালা চুরি গিছে! পাবা—পাবা—দুই দশ দিন পরে পাবা! যে হালির বিটি হালি—চুরি ক'র্‌ছে—সে বিটি আপুনি আসিয়ে পৌঁছিয়ে দিবে। যা—কোন ডর নাই।

[২য়া স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

১মা-গ-ঝি। ঠাকুর! আজতো ছমাসের কাজ একদিনে হ'লো! এখন আমাদের কি?

গণ। তোমাগোর আর কি পোদের ঝি? যা হিসাব তাই পাবা! তবে ইবার কিছু ধরিয়ে দিমু! [প্রস্থান।

(১মা ও ২য়া ঝির গীত)

১মা-ঝি। টাকা—টাকা—টাকা, ঐ যে রূপোর চাকা,
রাজার মূর্ত্তি আঁকা।
যার ঘরে তা' যতই আছে, মেজাজ ততই বাঁকা,
ও তার মেজাজ ততই বাঁকা॥

২য়া-ঝি। তার জন্যে ক'চ্ছে লোক কি?
চুরি ডাকাতি—খুন খারাপি—জাল জালিয়াতি,
আরও কত কি—
ব'লবো না আর সে সব বদিয়াতি;
(সে সব) বল্‌বারও নয়, শোন্‌বারও নয়,
ছি ছি ছি—ছিছি—ছিঃ॥

১মা-ঝি। কেন বল্‌না—ব'লে ফেল্‌না—

২য়া-ঝি। কাজ কি কথা, সে সব কথা, আমরা ক'চ্ছি কি ?

একি নয় ফাঁকি বোন—নয় ফাঁকি ?

১মা-ঝি। নইলে বোন পেট চলেনা, তাইত' ক'র্‌তেছি।

২য়া-ঝি। চোর ডাকাতেও তাই বলে বোন,

কথাটা ঠিক পাকা॥

উভয়ে। চাই টাকা—চাই টাকা—চাই টাকা॥

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

প্রভুরাম রায়ের বাটী।

(শ্রীমান ও সরলার প্রবেশ।)

শ্রীমা। সত্য নাকি? আশ্চর্য্য! রায় বাহাদুর আজ রাত্রে আসবেন? এ খবর তুমি কোথা পেলে? আমার তো বিশ্বাস হয় না।

সর। আমি কি তোমায় মিথ্যা ব'লছি। কর্ত্তাকে তিনি যা চিঠি লিখেছেন, তা আমি দেখেছি, তাতে লেখা আছে সুশীলকুমারের পৌঁছিবার দু'তিন দিন পরেই আমি পৌঁছিব।

শ্রীমা। তা যদি হয়, তাহ'লে তাঁর পৌঁছিবার আগেই আমাদের কার্য্য শেষ ক'র্ত্তে হয়। তিনি আমায় চেনেন। এখানে আমায় দেখলে হয়তো বুঝ্‌তে পার্ব্বেন যে, আমি কি মৎলবে এখানে এসেছি।

সর। তাহ'ক এখন কথা হ'চ্ছে এই, গহনার বাক্সটা ঠিক আছেতো?

শ্রীমা। খুব ঠিক আছে। সুশীলকুমারের কাছে আমাদের পোর্টম্যাণ্টের চাবি আছে। তার কাছে গহনার বাক্স

পাঠিয়ে দিয়েছি, সে এতক্ষণ চাবি বন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছে। আর টুনু আমায় ব'লেছে যে, খুব ভাল দুটো ঘোড়া গাড়ীতে জুতে দেবে, তাহ'লে আমাদের আর বিলম্ব হবে না। এখন দেখি সে কতটা কি করেছে।

[প্রস্থান।

সর। (স্বগতঃ) ভগবন্! আমাদের আশা পূর্ণ করুন। হ্যাঁ, আর এক কথা, ইতি মধ্যে মাসীমাকে বুঝিয়ে রাখতে হবে যে, আমি তাঁর আদুরে গোপাল নন্দ দুলালকে বড়ই ভালবাসী। [প্রস্থান।

(সুশীলকুমার ও শ্রীমানের প্রবেশ।)

শ্রীমা। গহনার বাক্স খুব সাবধানে রেখেছতো ?

সুশী। খুব সাবধানে রেখেছি বন্ধু—খুব সাবধানে রেখেছি। তুমি যেমন পাগল, ঐ একটা সামান্য পোর্টম্যান্টে আমি কি দামি জিনিষ রাখতে পারি ?

শ্রীমা। তবে কোথায় রেখেছ ?

সুশী। একেবারে পাকা জায়গায় রেখেছি।

শ্রীমা। কোথায় ? কার কাছে ?

সুশী। এই সরাইওলার গিন্নীর কাছে।

শ্রীমা। সরাইওলার গিন্নীর কাছে ?

সুশী। হ্যাঁ। যাবার সময় ঠিক তার কাছ থেকে নিয়ে যাব।

শ্রীমা। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ! (প্রকাশ্যে) অত টাকার জিনিষ!

সুশী। কেন ? অন্যায় হ'য়েছে কি ? আমায় তোমরা বোকা বল বটে, কিন্তু এটা কি আমি বোকামীর কাজ ক'রেছি ?

শ্রীমা। (স্বগতঃ) ওর সুমুখে চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'ল্লে চলবে না।

সুশী। তোমার মুখখানা অমন হ'য়ে গেল কেন বন্ধু? বোধ হয় তুমি চটে গেলে? তা ভেঙ্গেই বলনা, আমি কি কিছু অন্যায় কাজ ক'রেছি?

শ্রীমা। না না বন্ধু! অন্যায় কি ক'রেছ? এতো ভালই ক'রেছ। দ্রব্যটা ঠিক জায়গায়ই গিয়ে প'ড়েছে। হা—হা—হা! (হাস্য) যখন তুমি বাক্সটা দিলে, তখন এই সরাইয়ের গিন্নী খুব যত্ন ক'রে সেটা নিলে, না?

সুশী। খুব যত্ন ক'রে নিলে, খুব যত্ন ক'রে নিলে।

শ্রীমা। (স্বগতঃ) তাতো নেবেই। যাক্, তিন লক্ষ টাকা গেল। গেল গেলই, সরলা তো আমার! আমি টাকা চাই না। (প্রকাশে) বন্ধু! আমার সুবিধা আমি দেখিগে। তুমি ততক্ষণ ঐ ভাণ্ডারণী ছুঁড়ীর সঙ্গে—

সুশী। হা—হা—হা! (হাস্য) ছুঁড়ীর চেহারাখানা বেশ, চাহনীও বেশ! হাসিটীও মধুমাখা, আর চলনটা যেন নাচনের মত! বন্ধু, ক'ল্‌কাতার ঝি চাকরাণী কি ভাণ্ডারণীদের ভেতর, এমন টক্ ট'কে চক্ চ'কে মেয়ে মানুষ কৈ দেখিনি তো?

শ্রীমা। তুমি ঐ টক্ টকানী আর চক্ চকানী নিয়েই থাক। আমি আসি। [প্রস্থান।

(অন্যদিক হইতে প্রভুরামের প্রবেশ)

প্রভু। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমার বাড়ী যেন আমার নয়। এমন ওলট পালট তো দেখিনি, আর এমন বদ্‌মায়েস ছোকারও তো নজরে ঠেকেনি। আজ এই দু'তিন

দিন ধ'রে ব্যাটার চাকর গুলো তাড়ি খেয়ে যা—না তাই ক'চ্ছে, আর আমার সহ্য হ'চ্ছে না। কেবল ও ছোঁড়ার বাপের জন্যে আমি কেবল ঠাণ্ডা হ'য়ে আছি! রায় বাহাদুর আমার বাল্য বন্ধু! (প্রকাশ্যে) সুশীলকুমার বাবু! যদি কোন ভুল চুক হয় সেটার জন্যে কিছু মনে ক'রোনা।

সুশী। সে কি কথা? তা কিছু মনে ক'র্ব্বোনা।

প্রভু। তুমি বড় বাপের ব্যাটা। সর্ব্বত্র সমাদরের পাত্র।

সুশী। আমিও সর্ব্বত্র উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রের মত ব্যবহার ক'রে থাকি।

প্রভু। তা ক'রে থাক বটে, কিন্তু বাপু তোমার ব্যবহার সম্বন্ধে এখন অবশ্য আমি কিছু ব'লতে চাইনা, কিন্তু, তোমার চাকরগুলির মাত্‌লামীতে আমরা যে এ দু'দিন অস্থির হ'য়ে প'ড়েছি, তার কি?

সুশী। সেটা তাদের দোষ নয়। আমি তাদের হুকুম দিয়েছি তাই বোধ হয় তারা তাড়ি খেয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ ক'চ্ছে। (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) ওরে কে আছিস্, আমার চাকরদের ডেকে দেত'। (প্রভুরামের প্রতি) ওরা বড় স্ফূর্ত্তিবাজ অথচ কাজের লোক, পাড়াগেঁয়ে চাষা নয় মশাই।

প্রভু। বেশ বাপু—বেশ। তাড়ি খেতে যখন তুমি হুকুম দিয়েছ, তখন তাদের অপরাধ কি? অপরাধ কারুরই নয়, অপরাধ আমার অদৃষ্টের। (স্বগতঃ) ভেবেছিলুম এক, হ'য়ে দাঁড়াল আর।

(মাতাল অবস্থায় ভৃত্যগণের প্রবেশ)

সুশী। হা—হা—হা! ওরে ব্যাটা চিস্তে শোন্, আমার কাছে আয়। এখানকার তাড়ি বেশ তো?

১ম ভৃত্য। (জড়িত স্বরে) বেশ—বেশ বাবু-খুব বেশ—ডবল বেশ।

২য় ভৃত্য। (১ম ভৃত্যের মাথায় চাঁটি মারিয়া) দূর্ শালা! বল্ দু'ডবল বেশ।

৩য় ভৃত্য। (২য় ভৃত্যের মাথায় চাঁটি মারিয়া) আরে শালা! গেঁজেল, বল্ তেডবল বেশ। বাবু! এখানকার তাড়ি বেশ—বেশ—ডবল বেশ—তে ডবল বেশ--চৌডবল বেশ! আমরা ক'ল্‌কাতার ভাল চাঁদনীতেও এমন তাড়ি কখনও খেতে পাইনি।

সুশী। বেশ। খুব আনন্দ ক'র্‌গে যা।

১ম ভৃত্য। তা ক'রবো-ওআক্। (বমনোদ্যোগ)

সুশী। আমর্! বমি ক'রবি নাকি? যা বাইরে যা।

[টলিতে টলিতে ভৃত্যগণের প্রস্থান।

প্রভু। (স্বগতঃ) আর সহ্য হয় না। একি? ছি ছি ছি! (প্রকাশ্যে) দেখ বাপু! এ দু'দিন আমি অসহ্য সহ্য ক'রেছি, কিন্তু আর পাচ্ছি না। তুমি তোমার ঐ বাঁদরগুলোকে নিয়ে এখনি আমার বাড়ী থেকে অন্যত্র চ'লে যাও।

সুশী। (বিস্মিতভাবে) তোমার বাড়ী থেকে? বৃদ্ধ বোধ হয় তুমি ঠাট্টা ক'চ্ছ!

প্রভু। ঠাট্টা নয়, সত্য ব'লছি তোমাকে এখনি বাটী পরিত্যাগ ক'র্ত্তে হবে।

সুশী। এই রাত্রে? হা—হা—হা! (হাস্য) একটা ঢং! আমি নড়্ছি না। এখন আমার বাড়ী, আমি যতক্ষণ থাকতে ইচ্ছা ক'রবো ততক্ষণ থাকব'। তুমি কে হে বৃদ্ধ যে, আমায় এখান থেকে যেতে বল? এ রকম অসৎ ব্যবহার আমি তো আর কোথাও পাইনি?

প্রভু। আমিও পাইনি। আমার বাড়ীতে এসে আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলা, আমার ইজি চেয়ার দখল করা, আমার পরিবারবর্গকে অপমান করা, নিজের চাকরদের তাড়ি খেয়ে উপদ্রব ক'র্ত্তে হুকুম দেওয়া, তারপর স্পষ্ট বলা এ বাড়ী আমার। হা—হা—হা! (হাস্য) বাপু, বাড়ীখানা যখন তোমার হ'লো, তখন জিনিষ পত্তোর গুলো বাকি থাকে কেন? দিব্যি এক জোড়া রূপোর বাতি দান র'য়েছে, আর ঐ সোণালী কাজ করা মখমলের পরদা র'য়েছে, সোনার একটা পানের ডিবে র'য়েছে, দয়া ক'রে এগুলোও তো নিজের বল্লেই হয়।

সুশী। (বিরক্তভাবে) ও সব কথা আমি শুন্‌তে চাই না। কত টাকার বিল হ'য়েছে শিগ্গির দাও।

প্রভু। তারপর ঐ দু'খানি ছবি আছে। ভদ্দর লোকের ছেলে কি রকম ক'রে জাহান্নমে যায় আমাদের প্রমথ বাবু তাই ওতে এঁকেছেন। ঐ দু'খানির দাম দুটী হাজার টাকা, ও দুখানিও তোমার নিজের বল, আর নিয়ে গিয়ে নিজের ছবি মনে ক'রে খুব স্ফূর্ত্তি করগে বাপু। আর তোমার মত তোমার যারা অধঃপেতে বন্ধু-বান্ধব আছে তাদের দেখিও।

সুশী। বিল নিয়ে এস—বিল নিয়ে এস। এ জঘন্য জায়গা থেকে এখনি আমি চ'লে যাব।

প্রভু। তারপর, আমার মেহগ্‌নী কাটের টেবিলটী—ওই যার ওপর শ্বেত পাথরটী আছে, ওটাও তোমার ক'রে নাও।

সুশী। আমার বিল। I want my bill.

প্রভু। হাঁ—হাঁ, আমি আর একটা কথা ব'লতে ভুলে গেছি! আমার ঐ ইজি চেয়ারখানি, যেখানি এসেই দখল ক'রেছো সেখানিও বল নিজের।

সুশী। Bring me my bill old man.

প্রভু। Young man from your father's letter to me I expected a well bred modest man, but now I find him no letter than a Coxcombe and a bully. আমার বন্ধু এখনি আসবেন, এলে সমস্ত বুঝ্‌তে পারব।

[প্রস্থান।

সুশী। সরাইওয়ালার মুখে এমন ইংরাজি? তারপর বল্‌ছে বাপের চিঠি; আমি কি বাড়ী ভুল ক'রেছি। একি সরাই নয়? কি জানি দেখতে হ'ল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

অট্টালিকার এক কক্ষ।

(প্রিয়তমার প্রবেশ)

প্রিয়। আমি তো ঠিক ভাণ্ডারের ঝি সেজেছি। কিন্তু সুশীল কুমার বোধ হয়, এটা যে সরাই নয়, তা একটু একটু বুঝতে পেরেছে।

(সুশীলকুমারের প্রবেশ)

সুশী। ওগো ভাণ্ডারণী মহাশয়া! চ'লে যাচ্ছেন কেন? আপনার সঙ্গে, যে একটা কথা আছে!

প্রিয়। কথা আছে? বেশ! কিন্তু একটু শিগ্যির শিগ্যির কথাটা সেরে নিন্!

সুশী। দেখ্‌ছি তো তুমি ভাণ্ডারণী, কোমরে চাবির তোড়া ঝুল্‌ছে, তুমি এদের মাহিনা করা না আর কিছু?

প্রিয়। না, মাহিনা করা নয়। আমি এঁদের আত্মীয়া। তবে দরিদ্রা, আর দূর সম্পর্কিয়া।

সুশী। ও বুঝিছি। তাহ'লে এ সরায়ের সমস্ত ভারই তোমার ওপর?

প্রিয়। সরাই? সরাই কি বল্‌ছেন? এখানকার একজন উচ্চ বংশীয় প্রধান লোকের বাড়ী সরাই? হা-হা-হা! প্রভুরাম রায়ের বাড়ী সরাই?

সুশী। (বিস্মিতভাবে) প্রভুরাম রায়ের বাড়ী? ভাণ্ডারণী! একি প্রভুরাম রায়ের বাড়ী?

প্রিয়। তা না হ'লে, এই অট্টালিকা কার হ'তে পারে বিবেচনা করেন?

সুশী। ওঃ, এখন সব বুঝতে পাচ্ছি! সেই হতভাগা ছোঁড়াটা কি কি আপদেই ফেলেছে! বাঁদর আমি, এ গ্রামে মুখ দেখান যে ভার হবে! বাবার বাল্য বন্ধু, এখানকার মস্ত জমিদার, এক রকম রাজা বল্লেও বলা যায়। তাঁর বাড়ী আমি কিনা সরাই ব'লে বুঝেছি। আর তাঁর সঙ্গে, সরাইওলার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার ক'রে থাকি তাই ক'রেছি! ছি ছি ছি! মুখ দেখাব' কি ক'রে? আর তুমি সুন্দরী, তোমায় সরাইয়ের সামান্য পরিচারিকা ভেবে কত অন্যায় ব্যবহার ক'রেছি!

প্রিয়। না না! আপ্‌নি কিছু মনে ক'র্ব্বেন না! আপ্‌নি কোন অন্যায় ব্যবহার করেন্‌নি।

সুশী। তুমি যাই বল সুন্দরী! কিন্তু আমি বাঁদরামির চুড়ান্ত ক'রেছি! এ বাড়ীতে আর আমার মুখ দেখান ভার, তা বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছ?

প্রিয়। আপ্‌নি দুঃখিত হ'চ্ছেন কেন? আপ্‌নি বুঝতে পাচ্ছেন না, আমার বড় দুঃখ হ'চ্ছে। দুঃখ কেন, কান্না পাচ্ছে। (চক্ষে অঞ্চল প্রদান) আপ্‌নি যদি এখান থেকে চ'লে যান, তাহ'লে কর্ত্তা হয়তো মনে ক'র্ত্তে পারেন, আমি আপনাকে কিছু অমর্য্যাদা ক'রেছি। আমি গরীব কাজেই ভয় হয়।

সুশী। (স্বগতঃ) আহা! মেয়ে মানুষটা কাঁদ্‌ছে। এত সরলতা আর এমন নরম ভাব আমার তো চ'ক্ষে কখনও ঠেকেনি। আমার প্রাণে যেন কেমন একটা ঘা লাগলো।

(প্রকাশ্যে) দেখ সুন্দরী! তোমার সর্ব্বাঙ্গে যেন সরলতা মাখান র'য়েছে। ইচ্ছা হ'চ্ছে তোমাকে আমি আপনার ক'রে লই, কিন্তু তোমার আমার অবস্থা সমান নয়। তোমাকে বিবাহ করা আমার সম্ভবে না, অথচ তোমার মত যুবতীকে ধর্ম্মভ্রষ্ট কর্ব্বার মত কাপুরুষ আমি নই।

প্রিয়। (স্বগতঃ) উচ্চ প্রাণের কথা। অতি সুন্দর, ভাল বাসার দ্রব্য বটে। (প্রকাশ্যে) দেখুন, কর্ত্তা মহাশয়ের কন্যা প্রিয়তমা যেরূপ উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ ক'রেছে, তবে আমি দরিদ্রা এই মাত্র প্রভেদ। আজ যদি আমার কিছু অর্থ থাকতো, তাহ'লে বোধ হয় আপনি আমার সঙ্গে ধর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে ইতস্ততঃ ক'র্ত্তেন না।

সুশী। (স্বগতঃ) মজালে দেখছি, এখান থেকে এখনি চ'লে যাওয়াই কর্ত্তব্য। (প্রকাশ্যে) দেখ সুন্দরী, তুমি আমার হৃদয়ে আঘাত ক'চ্ছ, কিন্তু আমি যদি আমার নিজস্ব হতুম, তাহ'লে তোমার মত এমন সরল হৃদয়া সুর-সুন্দরীকে বিবাহ ক'রে চরিতার্থ হ'তেম, আমি আমার নিজস্ব নই, সমাজ আছে, পিতা আছেন, আর অধিক কি ব'লবো? চক্ষে জল আসছে, কিছু মনে ক'রো না, আমি চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

প্রিয়। এত মিষ্ট তা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। চ'লে যেতে দেব' না—নিশ্চয়ই দেব' না। আমি যে ভাণ্ডারনী সেজে এই প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হব' ব'লে চেষ্টা ক'চ্ছি, সেই চেষ্টা কি বৃথা হবে? কিছুতেই নয়। বাবাকে যা ব'লেছি তা ক'র্ব্বোই ক'র্ব্বো। [প্রস্থান।

(অন্যদিক হইতে টুনু ও সরলার প্রবেশ)

টুনু। আচ্ছা মজা হ'লো। গণকের বাড়ী থেকে মাসী এল, আর তখনি দেখি সুশীলকুমার তোমার সেই গহণার বাক্সটী নিয়ে গিয়ে মাসীর হাতে দিয়ে ব'ল্লে "এই বাক্সটী রাখুন, যাবার সময় আমায় দেবেন।" মাসী এক গাল হাসি-হেসে আমার মুখের দিকে চাইলেন। সুশীলকুমার চ'লে গেল, তখন মাসী আমায় জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন "এ কি ব্যাপার! ওরা চুরি ক'রেছিল নাকি?" আমি ঝাঁ ক'রে ব'ল্লুম "কেউ চুরি করেনি মাসী-কেউ চুরি করেনি। তোমার সিন্ধুকের চাবিটা খোলা ছিল, আমি দেখি তার ভেতর ঐ বাক্সটা র'য়েছে। বাক্সটী দেখতে বেশ কি না; আমি বার ক'রে নিয়ে, দেখতে দেখতে টেবিলের ওপর রেখে চ'লে গেছ্লুম। তারপর সুশীলকুমার ঘরে এসে দ্যাখে টেবিলের ওপর বাক্সটা র'য়েছে। এখন সুশীলকুমারের যে বাক্সতে টাকা কড়ি থাকে, সেই বাক্সটা ঠিক ওই রকমের। সে বোধ হয় মনে ক'ল্লে যে চাকর বাকরেরা দিবা রাত্তির ঘরে আসছে, বাক্সটা যদি নিয়ে যায়। কাজেই আপনার কাছে জমা রাখলেন, যাবার সময় নিয়ে যাবেন।"

সর। তা বেশ হ'য়েছে। ভাই, টাকা কড়ির জন্যে আমি ভাব্ছিনা। আমার গহনা না পাই তাতে আমার কোন হানি নাই, কিন্তু আমাদের যাবার ব্যবস্থা কি?

টুনু। সে সব ঠিক আছে। যা দুই ঘোড়া রেখেছি, তোমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ওই যে মাসী আস্‌ছে, তোমাতে আমাতে একটু প্রেমের অভিনয় করা যাক্ এস।

(রঙ্গভূমির পশ্চাৎভাগে গমন ও উভয়ের ভালবাসার ভাব প্রদর্শন)

(সোণামুখীর প্রবেশ)

সোণা। (স্বগতঃ) টুন্নু আমার ভাগ্যি বাক্সটা খোলেনি, তাহ'লে তো সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেত। ওরই তো টাকা, সরলার সঙ্গে বে' হ'লে ও টাকা তো ওরই, কিন্তু আগে দেখতে পেলে হয়তো নষ্ট ক'রে ফেল্‌তো। ঐ না? দুটোতে বেশ আমোদ আহ্লাদ ক'চ্ছে না যেন?

(টুন্নু ও সরলার গীত)

টুন্নু। তুই কিন্তু দুষ্টু বড় ভাই।

সর। তুমি কি? বলতো তাই?

টুন্নু। আমি শিষ্ট শান্ত মিষ্টভাষি দুষ্টুমিতে নাই॥

সর। তবে-ভাল বাস্‌তে গেলে,
কেন-ছুটে পালাও ফেলে?

টুন্নু। সেটা কেবল মন বোঝা তোর—তাই ছুটে পালাই॥

সর। এখন মন বুঝেছ কি?

টুন্নু। তোরে নইলে কি ডাকি?

সর। তবে বিয়ে ক'র্ত্তে আমার এখন আরতো বাধা নাই।

টুন্নু। আর বাধা কি? এখন কেবল দিন্‌টা দেখা চাই॥

সোণা। (স্বগতঃ) সরলার সঙ্গে টুন্নুর এ রকম হাসি তামাসাতো কখনও দেখিনি? (প্রকাশ্যে) অ টুন্নু!

অ সরলা! তোরা কি ক'চ্ছিস্, একটু শুনতে পাই নাকি?

টুনু। আমরা ঝগড়া ক'চ্ছি না মাসীমা!

সর। আপনার টুনু ব'লছিল যে, আমার সঙ্গে আর কোন অসৎ ব্যবহার ক'র্ব্বে না। (কানে কানে সোণামুখীর প্রতি) আর স্পষ্ট ব'ল্লে আমায় ছাড়াও আর কাউকে বিবাহ ক'র্ব্বে না।

টুনু। চুপি চুপি কি ব'ল্লে মাসী?

সোণা। ব'ল্লে তুই নাকি ওকে ছাড়া আর কাউকে বে' ক'র্ব্বি না বলেছিস্।

টুনু। তাতো বলিছি। (সরলার প্রতি) তুমি কিন্তু বড় দুষ্টু, এর মধ্যে এই কথাটা মাসীকে না ব'ল্লে চলতো না?

সোণা। কেন বাবা রাগ ক'চ্ছিস? ওতো আর অপরকে বল্‌তে যায়নি, আমায় ব'লেছে।

(গ্যাঁড়াদাসের প্রবেশ)

গ্যাঁড়া। টুনু বাবুর চিঠি।

টুনু। টুনু বাবুর চিঠি-টুনু বাবুর মাসীকে দে। টুনু বাবুর সব চিঠি টুনু বাবুর মাসীই প'ড়ে থাকেন।

গ্যাঁড়া। এ সে রকমের চিঠি নয়, আপনাকে ছাড়া এ চিঠি আর কাউকে দিতে বারন।

(টুনু চিঠি লইয়া ওলট পালট করন)

সর। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! এ লেখা যে শ্রীমানের দেখছি। হয়ত' আমাদের চ'লে যাবার কথা ওতে লেখা আছে।

টুনু। এ বিকট নেকা মা! এ আমি কিছুতেই প'ড়তে পার্ব্বো না, তুমি প'ড়ে বলতো কে নিকেছে আর কি নিকেছে।

সর। আমায় দাও না আমি পড়ে দিচ্ছি।

সোণা। উঁহুঁ!" আমিই পড়্‌ছি। টুনুর সব চিঠি আমিই পড়ি।

সর। আজ এখানা নয় আমিই পড়ি।

(টুনুর হস্ত হইতে চিঠি লইয়া পাঠ)

"প্রিয় টুনু ভায়া!

তুমি শারিরীক কেমন আছ? বোধ হয় ভালই আছ। আমি ভাল আছি। তোমার—তোমার—তোমার নামে যে-যে-টাকা তা কে জানে কি রকম হইতেছে। তাসের খেলায় যাহা জিতিয়াছ তাহা—"

সর। আচ্ছা চিঠি, এই নাও তোমার চিঠি।

(মুড়িয়া টুনুকে প্রদান)

টুনু। এ আবার কি? মাসী তুমি দেখতো।

(প্রদান)

সর। (স্বগতঃ) এইবার মজালে।

সোণা। (পত্র পাঠান্তে) কি সর্ব্বনাশ! সরলা! এ যে শ্রীমান লিখ্‌ছে। টুনু! আমি সব বুঝতে পেরেছি। শ্রীমান সরলাকে নিয়ে আজ রাত্রে এখান থেকে পালাবে।

টুনু। সে কি মাসী?

সোণা। হ্যাঁ, এই চিঠিতে সব লেখা আছে। ছিঃ সরলা, চিঠি খানা মিথ্যে ক'রে পড়্‌ছিলে। তুমি এখনি তোয়ের হও। আমি এখনি তোমায় নিয়ে ক'ল্‌কাতায় চ'লে যাব।

টুনু, বাপ আমার, পালকী তোইরি ক'র্ত্তে বল, আমি এখুনি যাব। ওরে, আমার সঙ্গে সব জুচ্চুরী। টুনু! ঠিক থাকিস্।

টুনু। মাসী, আমি ঠিক আছি, এখনি পালকী তোইরি ক'র্ত্তে হুকুম দিয়ে আসি।

সোণা। সরলা! কাপড় চোপড় পরে নাও, আমি এই রাত্রেই তোমায় নিয়ে ক'ল্‌কাতায় যাব। খুব শিগ্যির কাপড় চোপড় পরে নাও।

[প্রস্থান।

সর। টুনু, ভাই, কি হবে? তুমিই তো চিঠি খানা প'ড়িয়ে বিপদে ফেললে।

টুনু। (পরিক্রমন করিতে করিতে স্বগতঃ) পালকী—পালকী উড়ে বেটারা হুঁ—বাস্—মারদিয়া। (প্রকাশ্যে) দেখ সরলা! যে বিপদে ফেলতে পারে, সে আবার সম্পদও দিতে পারে। ও পালকীতেই যাও আর যাতেই যাও, ক'ল্‌কাতায় যাওয়া হ'চ্ছেনা। আমি যে শ্রীমানকে বলে রেখেছি আমাদের বাগানের পাশে জুড়ি ঠিক থাকবে, সেই জুড়িতে তোমায় চড়াবো, তুমি শ্রীমানের সঙ্গে ঠিক চ'লে যাবে, এ যদি না হয়তো আমার নাম টুনু বেহারী নয়।

সর। কি ক'রে তা হবে?

টুনু। যা ক'রে হবে তা খানিক পরেই টের পাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

প্রভুরাম রায়ের অট্টালিকা।

(শ্রীমান ও জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

শ্রীমা। হ্যাঁরে! গিন্নীর সঙ্গে সরলা যে পাল্কী ক'রে চ'লে গ্যাছে, সেটা ঠিক দেখেছিস তো?

ভৃত্য। হাঁ হুজুর ঠিক দেখেছি। এতক্ষণ হয়তো তারা চার পাঁচ কোশ পথ চ'লে গ্যাছে।

শ্রীমা। (স্বগতঃ) অদৃষ্টের লিখন। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁরে, বাড়ীতে কেউ এসেছে না কি, চাকরদের এত ছুটোছুটী কেন?

ভৃত্য। তা বুঝি জানেন না? কর্ত্তার মিতে সেই বুড়ো রায় বাহাদুর ক'ল্‌কাতা থেকে এসে পৌঁচেছেন। সুশীলকুমার বাবু এটাকে যে সরাই ভেবেছিলেন, সেই কথা নিয়ে দুই বুড়োতে হাসা হাসি ক'চ্ছেন. তা আর কি ব'লবো হুজুর! ঐ যে দু'জনেই এই দিকে আসছেন।

শ্রীমা। আর এখানে থাকা ঠিক নয়। টুনু ব'লেছে বাগানের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে, সেইখানে যাইতো দেখি, সে তার কথা রক্ষে করে কি না!

[উভয়ের প্রস্থান।

(প্রভুরাম ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের প্রবেশ)

প্রভু। হা-হা-হা! (হাস্য) যে হুকুম কর্ব্বার ঢং, তা যদি তুমি

শুনতে, তাহ'লে হাসতে কি রাগ ক'র্‌তে তা ব'ল্‌তে পারি না।

সর্ব্বা। তবে যে ব'ল্লে তোমায় বে খাতির করেনি ?

প্রভু। নেহাৎ সে খাতির করেনি। তবে আমায় একটা সামান্য সরাইওলার চেয়ে একটু উঁচু দরের লোক বোধ করা কি তার উচিত ছিল না ?

সর্ব্বা। প্রভুরাম ! সে কথা ঠিক ভাই ! কিন্তু ছেলে ব্যাটা মনে ক'রেছে তুমি হয়তো একটা বড় দরের সরাইওলা ! হা—হা—হা ! (হাস্য)

প্রভু। ও সব কথা থাক্ ভাই ! তুমি আমার বাল্যবন্ধু ! বংশ মর্য্যাদার ও কম নও। তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা স্থাপন, আমার পক্ষে খুব গর্ব্বের কথা হ'য়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ভাই আমার অবস্থা তোমার অজানিত নয়। যৌতুক সম্বন্ধে সামান্য—

সর্ব্বা। কি ব'লছো প্রভুরাম, ছিঃ ! আমি কি অর্থের প্রয়াসী ? আমি কি এতই হীনচেতা যে পুত্রের বিবাহ দিতে গিয়ে কন্যার বাপকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলবো ? তার সর্ব্বস্ব গ্রহণ ক'রে নিজের মন্দোদর পূর্ণ ক'রবো ? আমি দেখেছি— স্বচক্ষে দেখেছি, জায়গা জমি গ্যাছে, বাগান বাগিচা গ্যাছে, ঘর বাড়ী গ্যাছে, অবশেষে ঋণের দায়ে সিভিল জেলে পর্য্যন্ত গ্যাছে। কন্যাদায় গৃহস্থের কি অবস্থা কি দুরাবস্থা আমি কি জানিনা ? প্রভুরাম ! ছিঃ ! আমি কপর্দ্দকও চাইনা। আমার এক মাত্র পুত্র, তার অভাব কিছুই নাই। আমি কেবল চাই, আমার পুত্রের সঙ্গে তোমার কন্যার সদ্ভাব।

প্রভু। ও দু'জনেই দু'জনকে পছন্দ ক'রেছে ব'লে বোধ হয়।

সর্ব্বা। কিসে বুঝলে ?

প্রভু। মেয়েটা আমায় ব'লেছে।

সর্ব্বা। আজ কাল্‌কার নভেল নাটক পড়া মেয়েদের কথা ছেড়ে দাও।

প্রভু। আহা হা-তা কেন ? আমি স্বচক্ষে দেখেছি দুজনের হাসাহাসি, হাত ধরা ধরি ! ঐ যে বাবাজী আসছেন, কথাটা না হয় পাকা ক'রেই বুঝে নাও না।

(সুশীলকুমারের প্রবেশ)

সুশী। (প্রভুরামের প্রতি) আমায় মার্জ্জনা করুন। আমি বড় অন্যায় কার্য্য ক'রেছি।

প্রভু। তোমার পিতা আমার বাল্যবন্ধু! উনি আসাতেই তোমার মার্জ্জনা কার্য্য শেষ হ'য়ে গ্যাছে। আমরা দু'জনেই হো হো শব্দে হেসে তোমার ভুলটা ভুলে গেছি। এখন কথা হ'চ্ছে এই, আমার কন্যাকে তুমি পচ্ছন্দ ক'রেছ কি না ?

সুশী। আজ্ঞে আমি তার মুখপানে চেয়ে দেখিনি, কোন বিশেষ কথাও তার সঙ্গে কই নি।

প্রভু। ও কি কথা বল্‌ছো বাপু ? আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তোমরা দু'জনে একত্রে হাসাহাসি ক'চ্ছ, কথা বার্ত্তা কইচো।

সর্ব্বা। শুধু তাই নয় সুশীল ! আমি শুনলুম তোমাতে তাতে হাত ধরাধরি ক'রে বেড়িয়েছ—এটা ঠিক কি না ?

সুশী। না বাবা না, আমি আপনার কাছে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি আর ব'লবোও না। আপনার হুকুমে আমি এখানে এসে, একটা বাঁদর ছোকরার নষ্টামিতে নানা জ্বালা সহ্য ক'রেছি! আর যাকে দেখ্‌বার জন্যে' পাঠিয়েছিলেন তাকে দেখেছি বটে, কিন্তু দূর থেকে; তার মুখ পর্য্যন্তও দেখিনি। এই সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রে—আপনারা গুরু-জন, আমাকে লজ্জা দেবেন না। [প্রস্থান।

সর্ব্বা। ছেলেটা যা ব'ল্লে তাতে অবিশ্বাস কর্ব্বার কোন কারণ দেখি না।

প্রভু। তা বটে, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি; সে সত্যটা কি মিথ্যা হ'তে পারে।

সর্ব্বা। তা ব'লতে পারি না। কিন্তু সুশীল আমার সত্য ব'লেছে সেটা নিশ্চয়।

প্রভু। এই যে আমার কন্যা আস্‌ছে, ও কি বলে শোনা যাক।

(প্রিয়তমার প্রবেশ)

প্রভু। প্রিয়! একবার এই দিকে এসোতো মা! আমি যা জিজ্ঞাসা কর্‌বো, পিতা আমি তোমার, আমাকে তার উত্তর সরলভাবে দিও। সুশীলকুমার তোমায় ভালবাসার কোনও চিহ্ন দেখিয়েছে কি না?

প্রিয়। (সলজ্জভাবে) এ কথার উত্তর আমি কি ক'রে—

প্রভু। লজ্জা কি মা? বল, উনি আমার পর নন্।

প্রিয়। তাঁর ভালবাসার নিদর্শন আমি বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হ'য়েছি।

প্রভু। (সর্ব্বাঙ্গের প্রতি) ঐ শোন।

সর্ব্বা। আচ্ছা মা! এই দু'দিনের মধ্যে তোমার সঙ্গে সুশীলের একবারের অধিক দেখা হ'য়েছিল কি না?

প্রিয়। অনেকবার।

প্রভু। ঐ শোন।

সর্ব্বা। তোমায় যে তার পছন্দ হ'য়েছে, সেটা কি সে স্পষ্ট প্রকাশ ক'রেছে?

প্রিয়। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সর্ব্বা। আশ্চর্য্য!

প্রভু। আর আশ্চর্য্য কি ভাই! এখন তোমার বিশ্বাস হ'লো?

সর্ব্বা। তোমার কন্যার কথা সত্য, কি পুত্রের কথা সত্য, সেটা তো কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

প্রিয়। বাবা! ওকে বুঝিয়ে দিন, আর কিছুক্ষণের ভেতর স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাবেন, ওঁর পুত্র আমাকে কিরূপ অভ্যর্থনা করেন। আর তিনি আমায় যথেষ্ট ভালবাসেন কি না, তাও বুঝতে পার্‌বেন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

প্রভুরাম রায়ের উদ্যানস্থ একপার্শ্ব।

[বৃক্ষতলে পাল্কীমধ্যে সরলা ও সোণামুখী, দূরে অপর বৃক্ষতলে চারিজন উড়ে বেহারা।]

১ম-বে। (পিকা টানিতে টানিতে) এ বিশিয়া ভঁই! ইয়ে কঁড় হব!

২য়-বে। (ঐ) কঁড় কথা কহিচু?

৩য়-বে। (ঐ) বুড়া হেইকিরি তোমাঙ্কর গ্যায়ান বুদ্ধি সবু হরইচু!

৪র্থ-বে। হরইচে হরইচে! গ্যায়ান বুদ্ধি সবু লোপ হইচে। বিশিয়া ভঁই! শুন! কথাটা শুনিকিরি বুঝ। বাবু মশাইয়ের পুয়োটা কহিলা কি, না, আজ রাতির মধ্যে মাকে ক'লিকতারে ছাড়ি দেই অসিব। মহাপ্রভূর নাম দণ্ডবৎ করি, কাঁন্ধেকেই নেই আসিলু। পুয়োবাবু ঘোড়ারে চড়িগা! পানকির মধ্যে মা আউর ঝিয়া! ধাপড় ধাঁই ধাপড় ধাঁই করি গলা। তারপর কঁউটা বা কলিকতা, আউর কঁউটা বা ই গাঁ। কেবড় মাত্র গাঁ বুলাইনু! কউড়ে পচিশবার বুলে আইনু! বুলে আসিবার পর তুম্ভে পছারিলে "পুয়োবাবু! কোঁয়াড়ে যাউচি?" পুয়ো বাবু মতে মারিব পাই কাঁইকি কহিলা; "কোন কথা কহিলে মারিকিরি পকাই দেমি, আর গিয়াড়ু পো শুঁড়াদের গারু কাড়ি দেমি!" ইয়ে কথা কাঁইকি?

৫ম-বে। আরে চুপ চুপ, পুয়ো বাবু অসিছন্তি।

(চাবুক হস্তে টুনুর প্রবেশ)

টুনু। এই বুড়ো! এ দিকে আয়! শোন্ দেখি।

১ম-বে। (জনান্তিকে দ্বিতীয়ের প্রতি) বি.শিয়া ভঁই? খুব সাবধান।

(টুনু ও দ্বিতীয় বেহারার বৃক্ষান্তরালে গমন)

টুনু। একটা কথা শোন্। তুই অনেক দিনের পুরোন চাকর, আজ একটা কাজ ক'র্ত্তে হবে।

২য়-বে। কঁড় কাম পুয়ো বাবু? যা কহিবে ঐ হব। কহত?

টুনু। ওই যে আমাদের পুকুরটা দেখ্‌ছিস্, ওই যাতে গরু গুলোর গা ধুইয়ে দেয়, ওতে জলতো খুব কম আছে জানিস্?

২য়-বে। অবধান।

টুনু। এখনই ঐ পাল্কী সুদ্ধু ওর ভেতরে একবার নাব্‌তে হবে, একেবারে চোবাসনি যেন! যেন হঠাৎ অন্ধকারে ঠাওর না পেয়ে ওর ভেতর নেবে পড়েছিস্! বুঝ্‌লি?

২য়-বে। যা কহিলু মুই বুঝিন্থু পুয়ো বাবু! সে কেমতি হব? শীত কাল অছি, ঠাণ্ডা অছি, মুগা পটা সবু পানিরে তিঁতি গলে কঁড় হব?

টুনু। আরে ব্যাটা! এখনি গিয়ে কাপড় ছেড়ে ফেলবে। আমার কথা যদি শুনিসতো, তোদের এক একজনকে দু' টাকা ক'রে দোব, আর তুই বুড়ো মানুষ, তোকে এক টাকা বেশী দোব। যা ওদের সঙ্গে পরামোশ ঠিক কর্‌গে যা।

(২য়-বেহারা অন্য বেহারাগণের নিকট আগমন ও চুপি চুপি কথপোকথন)

১ম-বে। সে হব না।

২য়-বে। হব—হব, দ্বি টঙ্কা।

২য়-বে। উঁহুঁ! ও হব না।

৪র্থ-বে। হাঁ, ও হব না।

২য়-বে। (টুনুর নিকটে আসিয়া) সব শঁড়ারা কউছন্তি ও হব না!

টুনু। হব' না কিরে ব্যাটা! এই চাবুকের চোটে হওয়াব। নিয়ে আয় ব্যাটাদের কান পাকড়ে এইখানে, বিশ বিশ চাবুক দোব, আর আমার হুকুম শোনাব। আর যদি সহজে শোনেতো, চার চার টাকা বক্‌শিশ দোব।

বেহারাগণ। তেবে হব হব হব! চারি টঙ্কা বক্‌শিশ মিলিবে, তেবে হব হব হব।

টুনু। এই নে, চারজনে ষোল টাকা। (প্রদান) তোরা ততক্ষণ একটু আগুন পোয়া আর আমোদ আহ্লাদ কর, আমি ঘোড়াটাকে ঠিক ক'রে আনি।

[প্রস্থান।

২য়-বে। চারি টঙ্কা মিলি গলা! বটুয়া খুলিকিরি পান খা আউরি লাচ গীত কর।

(সকলের নৃত্য গীত)

আইল সজনী এ বিধু বদনী জিবা পরা যমুনা।
ম মানিল ম মানা, বাটরে থিব কানা;
ডাকিব তোহারি নাম গোপে হইব বলনা।
চম্পা চারু চম্পা ভুরু, আউবারে কম্পানা॥
বদন টেকনা গোরি, ন চাহ ফেরি ফেরি,
সামান্যের গতি করি আস আসরে সুন্দরী;
হর ফর সর দর আউ ভয় রখনা॥

সোণা। (পাল্কীর দ্বার খুলিয়া) ওরে হতভাগা ব্যাটারা! তোরা নাচ গান জুড়ে দিয়েছিস্ যে? কখন্ পাল্কী তুল্‌বি?

১ম-বে। মা! আস্তে মানেতো সবু ঠিক অছি। পুয়ো বাবু অসিলেই কাঁকেই নেই জিবু।

সোণা। তোর পুয়ো বাবু গেল কোথা?

২য়-বে। ঘোড়া ঠিক করি আনিছন্তি।

সোণা। ডেকে আন্—ডেকে আন্, শীতে যে প্রাণ গেল। ক'ল্‌কাতা আর কত দূর রে?

৩য়-বে। গুজ্ গুজ্ দেখা যাউচি। আউরো কোশ খণ্ড বাট অছি।

৪র্থ-বে। কোশ খণ্ড হব নাই। অধ কোশ অছি।

(টুনুর প্রবেশ)

সোণা। ও বাবা টুনু! এখানে আর দেরি করা কেন? বেহারারা তো জিরিয়েছে, পথও শুন্‌ছি একটু খানি আছে!

টুনু। খুব একটুখানি মাসী—খুব একটুখানি। ওরে ব্যাটারা, (ইঙ্গিত) দেখিস্, পথের পাশেই পুকুর আছে, যেন সর্ব্বনাশ করিস্‌নি, তাতে যেন গিয়ে নেবে পড়িস্‌নি।

২য়-বে। (ইঙ্গিত) পুয়ো বাবু তা' হব' নাই। তেবে অঁধার রাত্তি খুব সাবধানে জিবাকু হব।

প্রভু ... র টুনু! পুকুর আছে নাকি? একতো একদফা ... ভিজে ... ছবি হ'য়ে এসেছি, তারপর বেহারা ব্যাটারা পুকুরে নাবালেই তো গেছি।

টুনু। না সে ভয় নেই। আপনারা পাল্কীর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে স্বচ্ছন্দে লেপ মুড়ি দিন। আমি ঠিক ব্যাটাদের নিয়ে যাব। দেখিস্ বিশিয়া! খুব সাবধানে যাবি, যেন পুকুরে নেবে পড়িস্‌নি, দেখিস্—তা যদি হয়, তা'হলে চাবুক তো খাবিই আর এ বাড়ীর অন্নও উঠ্‌বে। (ইঙ্গিত)

২য়-বে। সে হব নাই পুয়ো বাবু—সে হব নাই। আপন ঘোড়ারে চড়ি আগেরে যাউন্ত।

[টুনুর প্রস্থান।

সকলে। (পাল্কী স্কন্ধে করিয়া) ধাপড় ধাঁই—ধাপড় ধাঁই—শাঁড়া বড় ভারি—ধাপড় ধাঁই—

[প্রস্থান।

নেপথ্যে টুনু। দেখিস্, দেখিস্ ব্যাটারা, দেখিস্! ক'চ্ছিস্ কি? ঠিক পুকুরে নেবে পড়্‌লি যে—

(নেপথ্যে ঝপাস শব্দ ও স্ত্রীলোকদ্বয়ের চীৎকার শব্দ)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

প্রভুরাম রায়ের উদ্যানের এক পার্শ্ব।

শ্রীমা। কি পাগল আমি? যে দুষ্টু ছোঁড়া অ[illegible] করবার যোগাড়ে ছিল, আমি এখন তা[illegible] ক'রে, এই দুরন্ত শীতে এইখানে হাজির [illegible] আস্‌বার কথা ছিল, কৈ সে সময় তা[illegible] অনেকক্ষণ উৎরে

গ্যাছে। ও কে? সেই না? সেই তো? বোধ হয়—আমার সরলা সম্বন্ধে কোন সংবাদ নিয়ে আস্‌ছে।

(অশ্বারোহী বেশে চাবুক হস্তে টুনুর প্রবেশ)

টুনু। কি হে, কি রকম বুঝ্‌ছো? বোধ হয় আমার ওপর চ'টে লাল হ'য়ে গ্যাছ'?

শ্রীমা। না না। তুমি যথার্থ বন্ধুতার কার্য্য ক'চ্ছো!

টুনু। সুধু বন্ধু! একবারে প্রাণের ইয়ার পঞ্চা তেলি! এই মাঘ মাসের রাত্রি, এতে কি কেউ লেপ ছেড়ে এতপথ ঘুরে আস্‌তে পারে?

শ্রীমা। তা ঠিক। কিন্তু গিন্নীকে আর সরলাকে কোথায় পৌঁছে দিয়ে এলে?

টুনু। যেখান থেকে নিয়ে গেছলুম—সেইখানেই।

শ্রীমা। ও কি কথা? কথাটা তো বুঝ্‌লুম না।

টুনু। গ্রাম প্রদক্ষিণ বোঝো তো? ঘুরণ পাক্‌, যেন দশ পোনের কোশ!

শ্রীমা। কি? ব্যাপারটা কি ভেঙ্গেই বলনা?

টুনু। আরে ভায়া, আমি কি সেই ছেলে—আমি তাদের নিয়ে ক'ল্‌কাতায় যাব! বেহারা ব্যাটাদের সঙ্গে সড় ক'রে, কেবল গ্রাম প্রদক্ষিণ—কেবল গ্রাম প্রদক্ষিণ, আর কেবল কষ্টের এক শেষ। বুঝতে পাচ্ছতো? এদিকে মাসী আর সরলা মনে ক'চ্ছে ক'ল্‌কাতায় যাচ্ছি, কিন্তু ...গানের সুঁড়ি গলিতে দু' দু'বার যখন কাদায় পাল্কী সুদ্ধু বেহারা ব্যাটারা ঝপাস্ ক'রে প'ড়ে গেল, তখন মাসী চেঁচিয়ে উঠে ব'ল্লে "ওরে বাবা টুনু! এ কোথায়

আস্‌লি? ক'ল্‌কাতা আর কত দূর রে?" আমি বল্লুম "আর কোশ খানেক মাসী!" তারপর যখন ঐ চিট্‌-কোলা পুকুরে ঝুপুস্‌ ক'রে পাল্কীর আধখানা ডুবে গেল, তখন মাসীতো কেঁদে উঠ্‌লো, আর সরলা তোমার চীৎকার শব্দে পাড়া মাথায় ক'রে তুল্‌লে।

শ্রীমা। সে কি? কোন আঘাত টাঘাত লাগেনি তো?

টুনু। না-না! তা কেন হবে? তবে মাসী বেটী ভয়ে একেবারে জড় সড়! এখন তুমি সরলাকে নিয়ে স'রে পড়! গাড়ী তোয়ের আছে।

শ্রীমা। আমি চির কৃতজ্ঞ হ'য়ে রইলুম টুনু! তুমি ভাই আমার চক্ষে দেবতা।

টুনু। হা—হা—হা। দেবতার আগে একটা উপ বা অপ লাগিয়ে দাও! বড় ব'কেছিলে, মনে আছে তো?

শ্রীমা। আমায় মাপ কর ভাই! সে কথা আর তুলো না। এখন সরলাকে কোথায় পাব?

টুনু। সরলা ঐ বট্‌ গাছের তলায় আছে! তুমি স'রে পড়ো! মাসী ভিজে কাপড়ে ঐ অশ্বথ গাছতলায় ব'সে কাঁপছেন—আমি তাঁর ব্যবস্থা করিগে! [শ্রীমানের প্রস্থান।

টুনু। (স্বগতঃ) পাপ বিদেয় হলো না বাঁচলুম! (সুরে) "যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে, মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?" ঠিক কথা, এ বাবা [illegible] পেলেন কোড্‌ নয়—এ মদন রাজার সিভিল কোড্‌! এই যে মাসী বেটী আস্‌ছে, ঠিক্‌ যেন ভিজে [illegible] বেরাল!

(সোণামুখীর প্রবেশ)

সোণা। ওরে টুনু! মলুম যে রে!

টুনু। আমার কি দোষ বলুন! আপনি তাড়াতাড়ি ব'ল্লেন—ক'ল্‌কাতায় যেতেই হবে! আমিও তাড়াতাড়ি নিয়ে এলুম! উড়ে মেড়া ব্যাটারা এই পথ একেবারেই চেনে না! কাজেই এই বিপদ ঘোট্‌লো।

সোণা। যা ঘ'টেছে তার তো আর চারা নেই! এখন আমরা যে জায়গায় এসেছি,—এ জায়গার নামটা কি, তা জানিস্ কি?

টুনু। এ জায়গাটার নাম মানুষ মারার মাঠ!

সোণা। মানুষ মারার মাঠ? বলিস্ কি টুনু? ও বাবা? শুনেছি যে ডাকাতের আড্ডা? এখানে যে সব ঠেঙ্গাড়েরা থাকে! দু'পয়সার জন্যে মানুষকে মেরে ফ্যালে।

টুনু। কিছু ভয় নেই—কিছু ভয় নেই! পাঁচ ব্যাটা ছিলো, তার দু'ব্যাটার ফাঁসি হ'য়ে গ্যাছে। আর তিন ব্যাটা এখনো আছে।

সোণা। তিন ব্যাটা এখনও আছে?

টুনু! তা হোক না—কিছু ভয় নেই! ঐ কে এক ব্যাটা আস্‌ছে না?

সোণা। কই রে?

[illegible]া গাছটা! ঐ একটা কাল পাগড়ি মাথায় কে

[illegible] থেকে উঁকি মাচ্ছে না?

[illegible]য়ে যে আমার প্রাণ কেমন ক'চ্ছে!

না—ওটা একটা মোষ! ভয় নেই! ভয় নেই!

সোণা। ও টুনু! ঐ যে একটা মানুষ এদিকে আস্‌ছে! এই বার বুঝি মজালে! ওরে টুনু! কি হবে রে?

টুনু। (স্বগতঃ) ও যে দেখছি কর্ত্তাটা! (প্রকাশ্যে) বোধ হয় সেই তিন ব্যাটা ঠেঙ্গাড়ের এক ব্যাটা।

সোণা। হে ভগবান রক্ষা কর। হে ভগবান রক্ষা কর!

টুনু। কিছু ভয় নেই! তুমি ঐ ওদিকে যে বড় গাছটা আছে, ওরির আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে থাকগে! আমি সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি। তবে যদি আমি কাশি আর ওঁহোঁ শব্দ করি, তা হ'লেই বুঝবে যে অবশ্যই কিছু বিপদের আশঙ্কা আছে।

(দূরে বৃক্ষ পার্শ্বে সোণামুখীর লুক্কায়িত হওন।)

(প্রভুরামের প্রবেশ)

প্রভু। মানুষের গলার আওয়াজ পেলেম। এ কে টুনু না?

টুনু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রভু। এর মধ্যে ফিরে এলে? তাদের ঠিক পৌঁছে দিয়েছ তো?

টুনু। আজ্ঞে হ্যাঁ। (কাশি) ওঁহোঁ।

সোণা। ঐ যে কাশ্‌লে, ওঁহোঁ ক'রলে, অবিশ্যি কোনও বিপদের আশঙ্কা।

প্রভু। চৌদ্দ পোনের কোশ পথ তিন ঘণ্টায় কি ক'রে গেছ্‌লে এলে?

টুনু। আমার টাট্টু খুব জোর চ'লিয়ে, আর বেত [illegible]

ঠেলে চ'লে গেছ্‌লো। (কাশী) ওঁহোঁ [illegible] ক যেন ভিজে [illegible]

সোণা। আবার কাশ্‌লে যে? আবার [illegible] ব?

ঠাঙ্গাড়েটা আমার টুনুকে খুন ক'রবে ন [illegible]

প্রভু। আমি আর একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। এখানে আসবার অগ্রেও শুনেছিলুম। (উচ্চকণ্ঠে) আমি জান্‌তে চাই, কোন্‌খান থেকে সে আওয়াজ আস্‌ছিল বা আস্‌ছে?

টুনু। আমি আপনি কথা কইছিলুম। এত পথ গিয়ে এসেছি, সেইটে আপনা আপনি ব'ল্‌ছিলুম। (কাশি) ওঁ হোঁ! বড় ঠাণ্ডা কিনা! (কাশি) ওঁ হোঁ! তা এখন চলুন বাড়ীর ভেতরে যাই। (কাশি) ওঁ হোঁ!

প্রভু। তুমি আপ্‌না আপ্‌নি কথা ক'চ্ছিলে বটে, কিন্তু উত্তর দিচ্ছিলো কে বাপু? নিশ্চয়ই আর একজনের গলার শব্দ পেয়েছি। (চীৎকার করিয়া) সে যে কে, তা আমি এখনি দেখতে চাই।

সোণা। এইবার মজালে! ঠ্যাঙ্গাড়েটা আমাকেও ধ'রবে দেখ্‌ছি।

টুনু। এখানে আর কেউ নাই। (কাশি) ওঁ হোঁ!

প্রভু। (উচ্চকণ্ঠে) কেন বিরক্ত কর। আমি দেখ্‌তে চাই সে কে?

(সোণামুখীর বৃক্ষতল হইতে দ্রুত আগমন)

সোণা। এখনই আমার টুনুকে মেরে ফেল্‌বে। ও মশাই, আমাদের যা টাকা কড়ি আছে সব নাও, আমার গয়না গাঁটী নাও, আমার টুনুকে মেরো না।

প্রভু। এ যে দেখ্‌ছি গিন্নী! ও এখানেই বা কি ক'রে এল, আর ও পাগলের মত কি কথা ব'লছে?

সোণা। (নতজানু হইয়া) দয়া কর মশাই, আপনি ভদ্রলোক

দয়া কর। আমাদের যা আছে সব নাও আমার টুনুকে মেরো না, আর আমাকে মেরো না।

প্রভু। একি পাগল হ'য়েছে নাকি? ও গিন্নী আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ' না?

সোণা। কত্তা! কত্তা তুমি এখানে? আমি ঠ্যাঙ্গাড়ের ভয়ে তোমার মুখ পানেও চেয়ে দেখিনি, গলার স্বরও বুঝতে পারিনি। তা তুমি আমাদের পেছনে পেছনে এত পথ কেন এসেছ?

প্রভু। এত পথ কি রকম গিন্নী? তুমি কি পাগল হ'য়েছ? নিজের বাড়ী বাগান, এ তুমি চিন্‌তে পাচ্ছ'না? (টুনুর প্রতি) ওরে বাদর! এ দেখ্‌ছি তোর আর একটা নষ্টামি। (সোণামুখীর প্রতি) এই তোমার সাধের বট্ গাছ, আর ঐ বাড়ীর দরজা।

সোণা। তাইতো! হ্যাঁরে টুনু? এই রকম ক'রে আমাদের জব্দ ক'রছিস্! তোর এত নষ্টামি—ছিঃ!

টুনু। এখন ছিঃ ব'ল্লে কি হবে? দেশ সুদ্ধু লোকে বলে, তুমি আমায় আদর দিয়ে নষ্ট করেছো!

সোণা। ওরে হতভাগা! আমি নষ্ট ক'রেছি? দাড়ানা, পালাস্ কেন?

(টুনুর পালায়ন ও সোণামুখীর পশ্চাদ্ধাবন)

টুনু। ছোড়া যা ব'ল্লে তা ঠিক। যেমন ছেলেই হ'ক না কেন, অধিক আদর দিলেই সে গোল্লায় যায়। আর ঠাকুর মা-মা—মাসী—পিসী এরাই আদর দিয়ে ছেলে গুলোর মাথা খায়! [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

প্রভুরাম রায়ের গৃহ প্রাঙ্গন।

(গান করিতে করিতে পরিচারিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

আমরা ঝেঁটিয়ে সাফ করি।
ধুলোটা, কুটোটা, গুঁড়োটা, নুড়োটা, খুঁটিয়ে ঠিক ধরি ;
(আমাদের) এই অস্তর, এই শস্তর, এই নে বাহাদুরী ॥
যতই যেমন যা হ'কনা জঞ্জাল,
এরির ঘায়ে সাফ্ ক'রে দিই আমরা চিরকাল ;
সাফ্ সুত্‌রো ক'রে দেওয়াটা আমাদেরই কারিগরি ॥

[প্রস্থান।

(প্রিয়তমার প্রবেশ)

প্রিয়। (স্বগতঃ) চ'লে গ্যাছে নাকি ? না—তা পারবে না। এ মোহিনী মায়ার ফাঁদ ছিঁড়ে চ'লে যাওয়া যার তার কর্ম্ম নয়। ঐ যে আস্‌ছে।

(সুশীলকুমারের প্রবেশ)

সুশী। আমি চ'লে যাচ্ছিলেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে না যাওয়াটা বড়ই অসভ্যতা হয়, তাই দেখা ক'র্ত্তে এলেম। আমি কোনও অপরাধ ক'রে থাকিতো আমায় মার্জ্জনা কর। তোমায় ছেড়ে যেতে আমার যে কি কষ্ট হ'চ্ছে, তা আমি ব'লে জানাতে পাচ্ছি না।

প্রিয়। ছেড়ে না গেলেও তো যেতে পারেন, সেটাতো আপ নারই হাত।

সুশী। আমার হাত বটে, কিন্তু তোমার অবস্থা, আমার পিতার ক্রোধ, সেটাতো আমায় বিবেচনা ক'র্ত্তে হ'চ্ছে ?

প্রিয়। তা যদি হয়, আপনি এখনি চ'লে যেতে পারেন। তবে এ পর্য্যন্ত ব'লতে পারি, আপনি যাকে বিবাহ কর্ব্বার জন্য এসেছিলেন, বংশ মর্য্যাদায় আমি তার অপেক্ষা কিছুতেই নূন্য নই, তবে অর্থের লোভই যদি আপনার এ বিবাহের মূল কারণ হয়, তাহলে আমি নাচার—আপনি স্বচ্ছন্দে চ'লে যেতে পারেন।

(একটা কক্ষের দ্বারস্থ পরদা পার্শ্ব হইতে প্রভুরাম ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরের উঁকি মারিয়া দর্শন।)

সর্ব্বা। দুটোতে বেশ কথা ক'চ্ছে তো ?

প্রভু। আহাহা—চুপ কর, চেঁচিওনা। আদৎ ব্যাপারটা দেখনা।

সুশী। ছি—ছি! আমাকে কি তুমি এতই অর্থলোভি মনে কর ? আমি যথার্থ তোমায় ভালবাসি! প্রথম দিন তোমার রূপে মুগ্ধ হ'য়েছিলেম। তারপর এই দুই দিন তোমার সঙ্গে যতই মিশিছি, যতই কথা বার্ত্তা ক'য়েছি, ততই তোমার গুণের পরিচয়ে যথেষ্ট মোহিত হ'য়েছি।

সর্ব্বা। ছেলেটা বলে কি ? প্রথম দিন তারপর এই দুই দিন, অথচ আমায় ব'ল্লে কেবল একবার মাত্র তোমার কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়েছে।

প্রভু। আহাহা! চুপ করনা; দেখ না আর ও কি কথা হয়!

প্রিয়। ওটা হয় তো মুখের কথা! সত্য ব'ল্লেতো বিশ্বাস হয়না।

সুশী। (নতজানু হইয়া) আমি করজোড়ে ব'লছি—আমায় বিশ্বাস কর! আমি সত্য ব'লছি, আমি তোমায় ভালবেসেছি! এই কয়দিনের কয়বার দর্শনে, কয়বার কথোপকথনে—

সর্ব্বা। আর পারি না। (পরদা খুলিয়া অগ্রসর হইয়া) সুশীল! আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা? ছিঃ! এই কি তোমার একবার দেখা?

প্রভু। ও ছেলে মানুষ, ওর ওপর রাগ ক'রো না ভাই! তোমার সুমুখে ব'ল্‌তে একটু ইতস্ততঃ ক'রে ছিল! আমি ঠিক্ বুঝতে পেরেছিলুম যে, তোমার সুশীলকুমার আমার এই কন্যা প্রিয়কে যথার্থই ভাল চ'ক্ষে দেখেছে।

সুশী। আপনার কন্যা? ইনি আপনার কন্যা?

প্রভু। আমার প্রিয়তমা কন্যা।

সুশী। কি সর্ব্বনাশ! আমি কি বাঁদরামী ক'রেছি!

প্রিয়। সে সব কথা ভুলে যাও না!

সুশী। ভুলে অবিশ্যি যাব। কিন্তু—ছি ছি ছি! কি সব ব'লে ফেলেছি!

প্রিয়। ভালবাসার কথা ব্যতিত তো অন্য কিছু বলনি। তুমি আমায় যেমন সুচক্ষে দেখেছিলে; আমিও তোমায় তেম্‌নি সুচক্ষে দেখেছিলেম।

সুশী। চল, আমরা ঐ দিকে গিয়ে কথা কইগে।

(সোণামুখী ও টুনুর প্রবেশ)

সোণা। দেখেছ'—দেখেছ', সেই ছোঁড়াটা সরলাকে নিয়ে পালিয়ে গ্যাছে!

প্রভু। কোন্ ছোঁড়াটা?

সোণা। ওই যে সেই ? তোমার এই রায় বাহাদুর বন্ধুর ছেলে, সুশীলকুমারের বন্ধু শ্রীমান।

সর্ব্বা। সুশীলকুমারের বন্ধু শ্রীমান? আহা-হা, সে যে বড় সৎ ছোক্‌রা, অতি সুন্দর চরিত্র।

প্রভু। বটে? তাহ'লে আমার তো কোন অসুখের কারণ নাই।

সোণা। মরুগে যাক্‌। সে ছুঁড়ীর তিন লক্ষ টাকার গহনাতো আমার কাছে আছে ?

প্রভু। গিন্নি! ওকি কথা, ছিঃ! তার টাকা তাকে দিতেই হবে।

সোণা। আমি দিই আর না দিই তাতে তোমার কি ? তুমি চুপ ক'রে থাক।

প্রভু। যার জিনিষ তাকে দিতেই হবে। তার বাপ মার কাছে আমিই দায়ী, তুমি নও।

(শ্রীমান ও সরলার প্রবেশ)

সোণা। (স্বগতঃ) আমলো! এরা ফিরে এল যে ?

শ্রীমা। (প্রভুরামের প্রতি) দেখুন, আপনি সরলার Petron. এঁর পিতা মাতা আপনার হাতে একে দিয়ে গেছলেন। এর পিতা মাতা যখন জীবিত ছিলেন, তখন হ'তেই আমাদের উভয়ের বিবাহ সম্বন্ধে এর পিতা মাতার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল।

সোণা।—দেখেছ' দেখেছ'-দুটোতে যেন আজ-কালকার নাটক নভেলের মিলন সিন প্লে ক'র্‌ছে ? টাকা কিন্তু আমি

দিচ্ছিনি; হয় টুনুকে বে' করুক, আর নয় ও টাকা-কড়ির আশা ছাড়ুক।

প্রভু। টুনু! তুমি সরলাকে বিবাহ ক'র্ত্তে চাও?

টুনু। একেবারেই নয়।

সোণা। ও হতভাগা ব্যাটা, আমার সব মৎলব পণ্ড ক'রে দিচ্ছিস্?

টুনু। তাব'লে আমি যাকে বে' ক'র্ত্তে ইচ্ছা করি না, তাকে জোর কোরে বে' দিলে শেষটা কি দাড়াবে তাকি বুঝ্‌তে পাচ্ছ?

সোণা। বুঝি আর না বুঝি, ওকে বে কর্ত্তেই হবে।

টুনু। আমি এই কলা দেখিয়ে স'রে পড়লুম। (যাইতে যাইতে) শ্রীমান, ভাই! সরলাকে সুখে রেখ' কিন্তু!

[প্রস্থান।

সোণা। দাঁড়া, হতভাগা দাঁড়া, ওরে হতভাগা দাঁড়ানা!

[প্রস্থান।

প্রভু। বাবা! সুশীলকুমার! আমার এই কন্যা প্রিয়তমাকে তোমার হস্তে অর্পণ ক'ল্লেম। স্বামীর যা কর্ত্তব্য তুমি ক'রো! আর মা প্রিয়! তুমি ধর্ম্মপত্নীর ধর্ম্মরক্ষা ক'রো।

সুর্ব্বা। শ্রীমান! তুমি সৎবংশজাত। সৎবংশজাতা কুমারীর পানীগ্রহণ ক'ল্লে, বংশ মর্য্যাদার কোন হানি না হয়, কেবল সেই দিকে দৃষ্টি রেখ।

প্রভু। চল ভায়া! এখন ছেলে মেয়েদের পালা, আমরা বুড়ো সুড়ো মানুষ পালাই চল। [উভয়ের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

প্রমোদ উদ্যান।

উপস্থিত প্রমোদাগণ।

(গীত)

মোহিনী মায়ার ফাঁদে যে দিয়েছে পা।
সেই জানে সুখ দুঃখ—আছয়ে কিনা,
সুখ দুঃখ দুই তাতে আছয়ে কিনা॥
সাবধানি হয় যেই,
সুখে থাকে সদা সেই;
মায়া ফাঁদে ছাঁদিলেও না লাগয়ে ঘা;—
যে অবুঝ না বুঝে—করয়ে হা-হা-হা।
মোহিনী-মায়া যে মিষ্ট জানেনা সে তা॥

যবনিকা পতন।